জন্মজন্মান্তর

শ্রীদেবব্রত রেজ্

মিত্রালয়
১০,শ্যামাচরন দে স্ট্রীট ঃ ঃ কলিকাতা-১২

মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও বি,জি,প্রিণ্টারস্ এন্ড পাবলিসারস্ লিঃ ৮০ ।৬,
গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা -৬ হইতে কানাইলাল দে কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ
পিতৃদেব পাদপদ্মে

ভুমিকা

বাস্তবের মধ্যে স্বপ্ন অনুপ্রবেশ ক'রে তার চেহারা বদলে দেয়। যাকে আমরা বাস্তব ব'লে সহজেই গ্রহণ ক'রে থাকি তা ষোল আনা 'বাস্তব' নয়, তার মধ্যে স্বপ্নের জালবুনানি থাকেই। এই Phantasy আমাদের ভাব-লোকের দুরপনেয় কলঙ্ক বা অলঙ্কার (যার যা খুশি বলুন)। এই তত্ব এই কাব্য-নাটকের মুল আশ্রয়। জন্মান্তরবাদের কাঠামোর উপর এই কাব্য বোনা। লেখকের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবান্তর।

আরো একটা তত্ব সন্ধান করলে এর মধ্যে পাওয়া যাবে। সেটা এই: আমাদের মানসিকতার যা বর্তমান রূপ তা শুধু ইদানীং কালেরই গড়া নয় তা বহু পুর্বকালের ভাবস্তর সমন্বয়ে সৃষ্টি। আমাদের Phantasy প্রয়শঃই বিগত যুগের সাক্ষী হিসেবে এই ভাবস্তরগুলির মধ্যে সঞ্চরন করে। এগুলো তত্ব। কাব্য শুধু তত্ববিস্তার নয়। ভাব ও ভাষা যখন রূপসীর তনু আর মস্‌লীনের মত একে অপরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে প্রতিভাত হয় তখনই কাব্যের উৎপত্তি।

আমরা এই কাব্য-নাটক। যেহেতু নাটক ও কাব্য গঠনে স্বতন্ত্র। স্ব-তন্ত্র, যেহেতু কাব্য। প্রত্যেক কাব্যই স্বতন্ত্র।

নাটক বললেই অভিনয়ের সমস্যাটাও এসে পড়ে। অভিনয়ের কলা-কৌশল নির্দ্দেশ আমার কর্তব্য নয়।

এই কাব্য-নাটক প্রকাশের পশ্চাতে যাঁদের নিরলস চেষ্টা,দুর্জ্জয় আশা, এবং বহুবিধ ত্যাগ সঞ্চিত রয়ে গেল আজ এই শুভ মুহুর্তে তাঁদের প্রত্যেককে আমরন প্রীতি জানাই। ইতি-

ওকড়সা, বর্দ্ধমান
দেবব্রত রেজ্

আগষ্ট,১৯৫১

আভাস

সুসজ্জিত কক্ষ। মাঝে সেক্রেটারিয়েট টেবিল-ঘরে অনেকগুলো চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ানো। টেবিলে ফোন। চারিদিকে গরাদবিহীন জানালা-কোনটাতেই পর্দ্দা নেই। টেবিলে দুইজন মুখোমুখী বসে আছেন। যিনি দরজার মুখোমুখী বসে আছেন তিনি থিয়েটারের ম্যানেজার , তাঁর সম্মুখের ভদ্রলোক লেখক।

লেখক-কই, ম্যানেজার বাবু, আপনার অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসছেন কই? বেলা তো তিনটে পেরিয়ে গেল। প্লে শুরু করতে দেরী হ'তে পারে। আজকে প্রথম অভিনয়-দেরী করা উচিত হবে না।
(বাহিরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ)
ম্যানেজার-ঐ সবাই আসছেন। এই যে এসেছেন-আসুন আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই।
এঁর নাম শ্রীভাস্কর বসু-আপনার নাটকের নায়ক-
আর ইনি এই নাটকের লেখক।
-নমস্কার-নমস্কার-
ইনি শ্রীরোহিনী চৌধুরী-আপনার নাটকের ধর্ম্মমহামাত্য
-নমস্কার-নমস্কার-
ইনি শ্রীমতী নন্দিতা দেবী-নাটকের নায়িকা সুসঙ্গতা-
-এঁকে আমি চিনি-
আমিও আপনাকে চিনি-
ইনি শ্রীমতী মার্গারেট,নাটকের সহ-নায়িকা রম্ভা-
- নমস্কার -গুডমর্নিং
ভাস্কর-উনি আমার ছায়া, না, মার্গারেট?
মা-কি করেন? চুপ করুন।
ম্যা-বসুন সকলে বসুন। (সবাই বসিলেন)
লেখক-ভাস্করবাবু,বলুনতো নাটকটা আপনার কেমন লেগেছে?
ভাস্কর -নাটকটার শেষ কোথায়?

২

লেখক-শেষ নেই,শেষ আপনা হ'তেই গ'ড়ে উঠবে।
ভাস্কর-আপনি কি জন্মজন্মান্তর নিয়ে একটা Applied Psychology experiment করছেন?
লেখক (হাসিয়া)-তা বলতে পারেন-কেমন লাগল?
ভাস্কর-ভালই লেগেছে। তবে সেটা আপনার ভাষার জন্য নয়-আমার ভালো লাগার কারণটার মধ্যে সাহিত্যবোধ নেই-নিছক অন্যকারনে ভাল লেগেছে।
লেখক-বলুন।
ভাস্কর-দেখুন, আমাদের দেশে যারা 'যাত্রা'করত তারা একটা বিশেষ ধরণের আনন্দ পেত। সেটা হল সংসার থেকে ছাড়া পাবার আনন্দ। নিতাই, গদাই যখন রাবণ সাজত তখন তারা তার মধ্যে একটা গূঢ় তৃপ্তি পেত। আমিও পড়তে পড়তে সেই রকম একটা তৃপ্তি পেয়েছি। অন্ততঃ এটা অভিনয় করলে সেই রকম একটা তৃপ্তি পাব ব'লে আশা রাখি। বহুকাল রাজা মহারাজা সাজিনি-সামাজিক নাটকে অভিনয় ক'রে ক'রে নিজের মধ্যে রাজসত্তাটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। প্রত্যেকের মধ্যে একটা রাজসত্তা আছে।
নন্দিতা-আমারও তাই মত। আমরা স্বীকার করি বা না করি, আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নগুলো প্রায়ই wild, কিন্তু এমন আটপৌরে আমাদের জীবন যে স্বপ্নগুলোকে কোনরূপে বাইরে খুলে ধরবার উপায় নেই-যত্ন ক'রে মনের পুরানো ট্রাঙ্কে পুরে রাখতে হয়। স্বপ্নহীন সত্তাটাকে প'ড়ে বেরোই,যেন আমরা চিত্তের দিক দিয়ে সবাই মুদী-জাতমুদী নয় স্বভাবমুদী। চিত্রকর যাঁরা তাঁদের তবু উপায় আছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কত বর্ণ কত রূপ আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বাইরে আমাদের জীবনের চেহারা কত ম্লান, কত বিবর্ণ, কত বিরূপ। স্বপ্নগুলোকে assert করা চাই-মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা চাই। তা না হ'লে ভবিষ্যৎ মানুষের চিত্ত ধোয়া বিছানার চাদরের মত বিবর্ণ হ'য়ে যাবে।
মার্গারেট-পর্দ্দার পেছনে রঙীন আলোর মত এই স্বপ্নগুলো আমাদের বাইরের জীবনের উপর রঙের আভাস ফেলে।
রোহিনী-আমি বিশ্বাস করি না। স্বপ্ন অবরুদ্ধ আকাঙক্ষার গুপ্ত বিলাস।

৩

ভাস্কর-না, রোহিনী। আর এক ধরনের স্বপ্ন আছে যা এত রোমাণ্টিক যে লোকের কাছে খুলে বলতে লজ্জা হয়-ছোট বেলায় নন্দিতার প্রেমে পড়ি।ও তখন ভিন্ন জাতের জমিদার ঘরের মেয়ে, আমি একটা সাধারন গেরস্তর সাধারন ছেলে। তখন কতই বা আমার বয়স।ধর, পনের ।
আর নন্দিতার বয়স তের কি চোদ্দ হবে-কি, তাই না নন্দিতা?
নন্দিতা-হ্যাঁ।
রোহিনী-তাই ব'লে স্বপ্নের দায়ে জেল খাটতে হবে?
ভাস্কর-শোন,আমি স্বপ্ন দেখতাম নন্দিতা খুব গভীর গড়খাইঘেরা একটা কুতুবমিনারের মত লাল পাথরে তৈরী দুর্গে আটক আছে, আমি গড়খাইয়ের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোকচোখের আড়াল হ'লেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতরে ওপারে যাবো-এখনও নিরিবিলি হ'লে আমার মন গড়খাইটা ঝাঁপিয়ে পার হ'য়ে দুর্গে যায়,অবশ্য নন্দিতা এখন সেখানে নেই। নন্দিতা একদিন স্বপ্ন দেখলে-আমি যেন রাজপুত বীরের পোষাকে একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে ওকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলাম-কি, সত্যি না নন্দিতা?
ন-হ্যাঁ,ঐ স্বপ্নটা আবার কালকেও দেখলাম।
রোহিনী-কাল? বল কি? বইটা পড়ার পর বোধ হয়?
ন-হ্যাঁ।
রোহিনী-সর্বনাশ। এখনো সেই স্বপ্ন? (লেখকের প্রতি) আচ্ছা কবি, মানুষের বয়স কি সরল ভাবে বাড়ে? না সেলডিভিসনের মত বাড়ে?
লেখক-অভিনয়ের পর জবাব দেব।
রোহিনী-কে বলে আমরা বিংশ শতাব্দীতে রেলগাড়ী,মোটর,রেডিও এসব নিয়ে আছি? প্রত্যেক লোকটার মনের তলায় পুরানো যুগগুলো নিঃশব্দে বইছে।
ভাস্কর-ঠিকই ত। কথায় বলে 'মহাকাল' । জানো তো রেহিনী, মহাকাল মরে না। সব মরে-কাল মরে না। প্রত্যেক প্রানীর চিত্তের মধ্যে বিগত সমস্ত কালগুলো পর্দ্দায় পর্দ্দায় সাজানো থাকে।
লেখক-যাক্,তাহ'লে মোটামুটি ভালই লেগেছে।

ম্যানেজার-এখন দর্শকদের ভাল লাগলেই হয়।

ভাস্কর-মনে হয় লাগবে। যে যতই বলুক-এমন পুরুষ কোথায় আছে যে কোন না কোনদিন দিবাস্বপ্নের রাজ্যে পৃথ্বীরাজের রূপ ধ'রে তার সংযুক্তাকে হরণ করে নি? এমন নারী কোথায় যে কোন না কোন দিন স্বপ্ন-বৃন্দাবনে মীরার অভিনয় করে নি?-করে, মানুষ মাত্রেই করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার মনে মনে সবাই রাজ রানীর অভিনয় করে। এ রাজা রাণীর কোনও পার্থিব রাজ্য নেই, এ রাজারাণীর রাজ্য চিত্তলোক-মানস স্বর্গ। এই অভিনয় ক'রে তারা তৃপ্তি পায় বলেই ত' করে ! আমি বলি অভিনয়টা গোপনে করার থেকে প্রকাশ্যে করা ভাল। প্রত্যেক মানুষ অজ্ঞাতসারে এক একটা 'রোল' নিয়ে জীবন যাপন করে। মহাপুরুষেরা রোল বদলান না, সাধারণ মানুষ দিনে দিনে বদলায়। মনে মনে এই রোল নেওয়ার নাম পোজ্। পোজ্ ছাড়া কে আছে?

ম্যা-যাক,ওসব দার্শনিক প্রসঙ্গ থাক-যান সব আপন আপন টেবিলে-সাজ পোষাক প'রে নিন-বেশী সময় নেই-ততক্ষণ-

লেখক-ততক্ষণ পর্দ্দার আড়ালে আপনি বেহালাটা নিয়ে বসুন-

ম্যা-আমারও পার্ট আছে-আমিই ত' বসন্তক-যাই একেবারে চুলটা প'রে আলখাল্লাটা গায়ে চাপিয়ে যাই।

[পরিত্যক্ত, অবহেলিত রাজোদ্যান। পশ্চাৎ পটভুমিতে রাজপ্রসাদ। রাজপ্রসাদের উদ্যানমুখী একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত, অপরগুলো বন্ধ। আস্বচ্ছ জ্যোৎস্না। দুরাগত বীণাধ্বনি।
বীনাবাদক বীণা বাজাতে বাজাতে একটি মল্লিকা শাখায় একমাত্র মল্লিকার কাছে এসে দাঁড়াল।]
[বীনাবাদক (বাজানো বন্ধ করে)-তুইও ফুটলি শেষে? বেশ ত' ছিলি আপনার অন্ধকূপে বন্ধ। কেন? বড্ড অন্ধকার। তাই বেরিয়ে এলি? ...ভাল করিস নি, মল্লিকা, ভাল করিস নি। বসন্তকের কথা শোন্, লুকিয়ে যা, লুকিয়ে যা।...
...আর লুকিয়ে যাবিই বা কেমন ক'রে? অনঙ্গচালিত দক্ষিণ বায়ু প্রকৃতির বক্ষোবাস হরণ ক'রেছে যে! লুকোবি কোথায়?...
...তবে ঝরে যা! ঝরে যা! শেষ রাত্রে, বিলাস কক্ষে, রাজপুত্রের উলঙ্গ বক্ষে শুকিয়ে মরার চেয়ে মাটিতে ঝরে মরা ভাল!
...তোশালীর এক উদ্যান খন্ডে এক মানবী মল্লিকা সদ্য ফুটছিল... শ্রেষ্ঠী কুবলয়ের কন্যা! তখন' সম্পূর্ণ ফোটে নি...সেই সদ্য তার চোখ নিজের অজ্ঞাতে ইশারা করতে শিখছিল। ...যৌবন তার শুভ্র বক্ষের সুধাকলসে অন্তরের মধুসম্ভার সবেমাত্র আহরন করতে শুরু ক'রেছিল! আমি ছিলাম দ্রষ্টা।...মনে মনে ব'লতাম, তোশালীর মল্লিকা, ফুটিস না। তোর মুকুলিকা রুপ চিরন্তন হোক। -তবু ফুটছিল!
..তারপর, (শাখাটি নড়ছে)..তারপর জানো না ?-কেন, শোন' নি দেবানামপ্রিয়ের কলিঙ্গ বিজয় কাহিনী ? শোন' নি রাজধানী তোশালীর দাহ কাহিনী?-শোন' নি কুবলয় কন্যা সুসঙ্গতার-? আঃ' থাক্.](দুরে চেয়ে)...
...ঐ প্রাসাদে সে বন্দিনী!..গান শুনবি সুসঙ্গা? (একখানি প্রস্তর-

৬

খন্ডের উপর বসে)..শোন, তেশালীর মহেশ মন্দিরের সর্ব্বশেষ আর্ত শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।

তোশালীর শ্যামল চারণ-ভুমিতে অগ্নি-বিহবল,লক্ষ লক্ষ গৃহপালিতপশুর আর্তনাদ আবার শোন্।

তোশালীর জ্বলন্ত রাজপ্রসাদ অলিন্দে সৈন্যতাড়িত নর্ত্তকীদের বিস্রস্ত নুপুরের কান্না। আরো শোন্, তোশালীর পদপ্রান্তে মহাসমুদ্রের সেই শেষ বিদায়ের দীর্ঘনিশ্বাস। ..(বসন্তক বীণা বাজাতে সুরু করল)

(এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর ঈষৎ ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ)

ভিক্ষু-সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, বীণা ফেলে দাও। বীণা ফেলে দাও।

বসন্তক-(বাজানো বন্ধ করে) কেন ভিক্ষু?

ভিক্ষু-ধর্ম্মমহামাত্যের কানে সুরের লেশমাত্র পৌছলে সর্বনাশ।

ব-কে সেই পাষন্ড?

ভি-ছিঃ সন্ন্যাসী। তিনি পরম বৌদ্ধ। রাজ্যের ও রাজঅন্তঃপুরের নৈতিক শুদ্ধি রক্ষক।

ব-সঙ্গীত কোনো কালে অশুদ্ধ নয় ভিক্ষু।

ভি-কিন্তু এই সঙ্গীত যুবক যুবতীর মনে অশুদ্ধভাব জাগাতে পারে। সঙ্গীত-

ব-নির্ব্বানের অন্ধকার গুপ্তগলির পথে বারাঙ্গনা? কি বল?

ভি-প্রিয়দর্শীর অনুশাসন,সঙ্গীতের মোহিনী-ধ্বনি তাঁর সাম্রাজ্যের কোথাও ধ্বনিত হবে না। সঙ্গীত মানুষকে কঠোর কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করে। ..নির্ব্বাণের সাধনা বড় কঠোর সন্ন্যাসী। নির্ব্বাণকে যে লক্ষ্য ক'রেছে জীবনের ষাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে ক্ষণিকের জন্যও স্তব্ধ হলে তার চলবে না। মুক্ত হতে হবে, সন্নাসী। মুক্ত হতে হবে।

ব-বাঃ চমৎকার। বালক কিনা, তাই অবিকল কণ্ঠস্থ করতে পেরেছো। বেশ বলেছো বালক বৌদ্ধ।

ভি-প্রিয়ম্বদক বলে সম্বোধন করুন, আমার নাম প্রিয়ম্বদক।

ব-প্রিয়ম্বদক। পিয়ম্বদক।..বাঃ চমৎকার নাম। তাই বেশ বলেছো, "জীবনের ষাদুমন্ত্র"। [জীবনটাই যে ষাদু বন্ধু । যে ষাদু যৌবনের ছল করে তোমার দেহে স্ফুরিত হ' য়েছে সেই ত নিঃশব্দ সঙ্গীত প্রিয়ম্বদক। এই যাদু যুগ যুগ ধরে জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকে পৃথিবীর রূপরসগন্ধ-

৭

স্পর্শের রস সঙ্গমে বারংবার টেনে আনছে। এই যাদু কখন' তোমাকে বৌদ্ধ, কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয়, কখনো বৈশ্য, কখনো প্রণয়বিধুর কুমার, কখনো সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়ে চলেছে। এই 'যাদু' ছড়ানো আছে ফুলে, মুকুলে, আকাশের নীলে, জলের নীলোৎপলে । তুমিই রূপমন্ত সঙ্গীত প্রিয়ম্বদক।- মহাকাল,সেও বিপুল বিশ্বপ্লাবী সঙ্গীত- ধারা। কোনো সৃষ্টি তার তান, কোনো সৃষ্টি লয়, কোনো সৃষ্টি মূর্ছনা। তুমি তান, আমি বসন্তক লয়। আর, ঐ দেখ (দুরে প্রাসাদের গবাক্ষে একটি অস্পষ্ট নারীমূত্তিও দিকে নির্দ্দেশ করে)-ঐ দেখ মূর্ছনা।....]

..ওকি। মন্ত্রমূগ্ধের মত কার দিকে চেয়ে আছো বৌদ্ধ?

প্রি-(আত্মসংবরন করে)..বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, ...কিন্তু,ও কে, সন্ন্যাসী?..

ব-কিশোরী সুসঙ্গতা-এখন বলাৎকারোদ্ভিন্ন যৌবনা-ধ্বংসপ্রাপ্ত তোশালীর শ্রেষ্ঠী কুবলয়ের কন্যা-রাজভোগের অর্ঘ্য-প্রাসাদে বন্দিনী-ওকে চেন' নাকি, প্রিয়ম্বদক?

প্রি-(চঞ্চল হয়ে) বল, বল, বসন্তক। কে ওর কৌমার্য্যকে অপমানিত করেছে? বল, সে কে? বল, বসন্তক, কে সে?

ব-একি বৌদ্ধ, মনে হচ্ছে তুমি ওকে চেন?

প্রি-না। সংসারে যাকে চেনা বলে সে চেনায় আমি ওকে চিনি না। কিন্তু, মনে হয় ও চেনা। মনে হয়, কতকাল ওকে দেখেছি, আর,কত-কাল ওকে দেখিনি!

ব-ওকে কবে, কোথায় দেখেছ,বলত' প্রিয়ম্বদক?

প্রি-(গাঢ়স্বরে) বোধ হয় স্বপ্নে দেখে থাকব।-মনে পড়ছে, বসন্তক, যেন মনে পড়ছে, কিন্তু অস্পষ্ট-পুরাণো স্মৃতির মত অস্পষ্ট। বাল্য-স্মৃতিও এর চেয়ে সুসংবদ্ধ। তবু, সে ঐ সুসঙ্গতা। (মন্ত্রমূগ্ধবৎ উচ্চারন) সুসঙ্গতা।..সু-স-ঙ্গ-তা।

ব-তুমি ওকে আরো কাছে দেখবে প্রিয়ম্বদক?

প্রি-তুমি দেখাতে পারো বসন্তক? দেখাতে পারো?

ব-দেখবে? আমি বাজাই, তুমি অচঞ্চল হয়ে শোনো। আমার বীণার ঝঙ্কার কালের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেবে। তুমি দেখবে ওকে, যুগে যুগে,

৮

জন্মজন্মান্তরে তোমার উচ্ছল বক্ষ-রক্তের লহরীতে লহরীতে যে পরিচিতার প্রতিবিম্বখানি বহন করে চলেছো, তাকে দেখতে পাবে এই স্থানে, বর্তমান কালের পরিবেশে ! কিন্তু..

প্রি-দেখাও,বসন্তক,দেখাও।

ব-কিন্তু,দেখার পরই ভুলে যাবে। সেই দেখার অন্ধ স্মৃতির বেদনা সইতে পারবে তো?

প্রি-ভুলে যাবো? দেখে ভুলে যাব? কেন?

ব-তা ত' জানিনে ভাই, আমিও দেখি আর ভুলে যাই। বুঝি ভোলাটাই প্রকৃতি। শিশিরের ভ্রান্তি না এলে বসন্তের পুনরাবির্ভাব হবে কি করে ?

প্রি-তবু-দেখাও।

(বসন্তক বীনায় অঙ্গুলির আঘাত করাতে রাজপ্রসাদের সম্মুখে নূতন দৃশ্য ভেসে উঠল)

বৌদ্ধ বিহারের ঈষদন্ধকার গুপ্তগৃহঃ কক্ষে একটী মাত্র প্রদীপ,সম্মুখে অমিতাভ মূর্ত্তি, সুজাতার ভঙ্গীতে প্রণতা এক নারী প্রার্থনা করছেঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ইত্যাদি।

(বসন্তক বীণাবাদন বন্ধ করলেন, ছবি মিলিয়ে গেল)

উঃ, কী যন্ত্রণা। কী যন্ত্রণা। (প্রিয়ম্বদক বসে পড়লেন)

ব-(কোমলকণ্ঠে) প্রিয়ম্বদক।

প্রি-(আবিষ্ট) কে? বসন্তক। বসন্তক, তুমি কি আমাকে কোনো যন্ত্রণা-দায়ক আসব পান করিয়েছিলে?

ব-না,বন্ধু। ধ্যানে কী দেখেছিলে?

প্রি-ধ্যান? আমি ধ্যানস্থ ছিলাম? না তো। আমি কিছু দেখেছিলাম? কই, না তো। মনে হ'ল মাথার মধ্যের রক্তস্রোত জ্বলে উঠল! তুমি আমাকে আঘাত ক'রেছো, বসন্তক?

ব-না, বন্ধু!

প্রি-তুমি মায়াবী সন্ন্যাসি। তুমি যাদুকর। মূহুর্তের মধ্যে আমার সম্বিৎকে কে যেন হরণ করলে। তুমি হরন ক'রেছিলে, বসন্তক?

ব-না, বন্ধু। তুমি জন্মান্তরের স্বপ্ন দেখছিলে?

প্রি-(মুগ্ধের মত)..জন্মান্তর? জন্মান্তর?-যে অস্পষ্ট ইশারা আমার

৯

প্রতিপদক্ষেপকে ক্বচিৎ দৃষ্ট স্বর্ণমৃগের মত প্রলুব্ধ ক,রে সীমাহীন
মায়ার শুন্য ভুবনে আকর্ষণ করে, অন্তর কন্দরে বন্দী যে কস্তুরী সৌরভ প্রাণকে
উচ্ছৃঙ্খল করে উৎকণ্ঠিত মৃগয়ায় তাকে লোকে লোকান্তরে বারংবার
ব্যয়িত করে, সেকি জন্মান্তর স্মৃতি?..বল, বসন্তক, সেইকি জন্মান্তর-স্মৃতি
যাকে দেখেছি অশ্রুর বিন্দুতে বিন্দুতে বিম্বিত?
সেই কি জন্মান্তর যাকে অনুভব করেছি অন্ধকার সুষুপ্তির কিনারে সহসাস্খিলিত
একমুঠি স্বর্ণাভার মতো?..গভীর অবসাদে, অতল দুঃখের কন্দরে সঞ্চরমান
বিজুরীর চূর্ণকুন্তল।
সেই কি জন্মান্তরের আভাস বসন্তক? অগাধ যন্ত্রণায় হৃদকেন্দ্রে সঞ্চিত
অমরত্বের সেই শুক্তি, সেই জন্মান্তর স্মৃতি আমাকে দাও' বসন্তক।..
(অবসণ্ন)..হাঁ, জন্মান্তর স্মৃতিই হবে। ..জন্মান্তর স্মৃতিই হবে। ..
তোমার দোষ নেই, বসন্তক। আমাকে আর একবার দেখাতে পারো,
বসন্তক? তুমি বাজাও, আমি দেখি, আমার দেখা সাঙ্গ করো না।
ব-অধীর হয়ো না বন্ধু। সহস্র সহস্র বর্ষের অস্তিত্বের আস্বাদ তুমি
কেমন করে একজন্মলব্ধ দেহে অনুভব করবে ভাই? তা ত' হয় না।
একটা ভাবী জন্ম দেখেছো-সেই দেখার পর তোমার এই উদভ্রান্তি।
সেই দেখার পর তোমার দেহের কোটি কোটি কোষ
বিচ্ছিণ্ন হয়ে পালিয়ে যেতে চায়! সেই ভাবী জন্মে। তারা যে সহ্য
করতে পারে না। এই জন্মের প্রারম্ভে অগ্নিদেবতা তোমার দেহের
কোষে কোষে যে বহ্নির পাথেয় দিয়ে দিলেন, সে বহ্নি নিঃশেষ হতে
দাও। তারপর আবার তাঁর কাছে নুতনতর স্ফুলিঙ্গ লাভ করবে!
ইন্দ্র এই জন্মে তোমার সত্তাকে সৃষ্টি যে মধুরসে সিক্ত করেছেন সেই
মধুরস ব্যয়িত না হলে আরো মধু পাবে কোথায় বন্ধু? তোমার
আমার মধুপাত্র সীমাবদ্ধ, একটি জন্মের মধু বই বেশী তাতে ধরে না!
বই বেশী তাতে ধরে না!
..এই তো ভালো প্রিয়ম্বদক! জন্মে জন্মে জীবনের এই আস্বাদন। এই চুমুকে
চুমুকে পান! জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী এই নাট্য। অঙ্কে অঙ্কে বসন পরিবর্তন।
বাসনাসমৃদ্ধ গর্ভাঙ্ক! এই ত ভালো!
প্রি-আর কতজন্ম আমার বাকী আছে, বসন্তক? শেষ জন্মটা একবার আমাকে দেখাতে পারো?

১০

ব-কে জানে, বন্ধু, কবে শেষ? শেষ আছে কিনা, তাই বা কে জানে?
হয়ত বুদ্ধ জেনেছিলেন। আমি জানি না। আমি দেখছি সম্মুখে বর্ষচক্রের বিরতিহীন আবর্তন

(রঙ্গমঞ্চের আলো গাঢ় নীলঃ
দ্বাদশার (twelve spoked) হিরন্ময় বর্ষচক্র ধীরে ধীরে ঘুরছে-
দক্ষিণে দক্ষিণায়নের দেবী-অপুর্ব সুন্দরী-বামে অপুর্ব সুন্দরী উত্তরায়ণের দেবী-একজন কালো সুতায় অপরজন সাদা সুতায় রাত্রি দিন বুনছেন-
চক্রের পরিধির ষষ্ঠাংশ পরে পরে ঋতুরা দন্ডায়মান-বাম হতে দক্ষিণে-
প্রথমে বালক গ্রীষ্ম, পিঙ্গল বস্ত্র, রুক্ষ জটাবদ্ধ কেশ, লোহিতাভ চক্ষুর্দ্বয়।
বামহাতে একটি মাত্র পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষশাখা-তাহার বামে বালিকা বর্ষা-
পরিপুষ্ট শ্যাম দেহ, সবুজ পরিধেয়, কটিতে কদম্বমেখলা,বামহাতে কেতকী গুচ্ছ, পৃষ্ঠে লম্বিত কেশদামে হিরন্ময় খদ্যোতিকার দল; তার বামে বালক শরৎ নীলাম্বর, গৌরবর্ণ, গলায় শেফালির মালা, বামহাতে কাশগুচ্ছ, তার বামে হেমন্ত বালিকা, পদ্মখচিত নীল পরিধেয়, বামহাতে ধান্যশীর্ষ, তারও বামে বালক শীত, তুষার শুভ্র বসন,কৃষ্ণবর্ণ, একহাতে পত্রহীন শাখা, মাথায় শুভ্র কিরীটের উপর সারস, তার বামে বালিকা বসন্ত, পরিধেয় বাসন্তী রঙের, নানাজাতীয় ফুল ও ভ্রমরখচিত, বাম হাতে পুষ্পমাল্য, হাসি হাসি মুখ, কর্ণে শিরীষ! বর্ষচক্রের সম্মুখে শ্বেত অশ্ব(অগ্নি) তার উপর উপবিষ্ট যোদ্ধা(ইন্দ্র)।
ধীর গম্ভীর সুরঝঙ্কার বেজে উঠল; বসন্তক বীণায় সুর তুলে ঐকতানে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঋতু বালক ও ঋতু বালিকারা একে একে নিজ নিজ স্থান হতে নেমে এসে পৃথক পৃথক নৃত্যের পর একত্রে যৌথ নৃত্য আরম্ভ করল। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের দেবীরা মুদ্রার দ্বারা সুরের ব্যঞ্জনা দিতে লাগলেন। ইন্দ্র হেঁসে মুখ ফিরিয়ে নৃত্যরত ঋতুদের প্রতি চেয়ে রইলেন।
নৃত্যগীত উদ্দাম হতে উদ্দামতর হয়ে উঠল।
ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্দামতা কমে আসতে লাগল। রঙ্গমঞ্চের আলোক কমে আসতে লাগল। একটির পর একটি সূক্ষ্ম কালো পর্দ্দা সম্মুখে নামতে শুরু করল ও বর্ষচক্র ধীরে ধীরে অস্ফুট হয়ে গেল।)

১১ প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বর্ষচক্র ধীরে ধীরে অস্ফুট হয়ে গেল।

পাটলীপুত্রের রাজ প্রাসাদের একটি কক্ষ।

সুসঙ্গতা (বাতায়নে)- রন্তা, সখি?

রন্তা -দেবি।

সু-রাজ্যেদ্যানে-

র-রাজ্যেদ্যানে ফুল নেই সখি!

সু-রাজ্যেদ্যানে ও কে সখি?

র-কই দেখি! (চেয়ে নির্ব্বাক)

সু-ও কে সখি?

(রন্তা নির্ব্বাক)

সু-মুহুর্তে মুগ্ধা হয়ে গেলি রন্তা)?

র-(উদ্দেশে নমস্কার করে) অপরাধিনী করো না দেবি। আমি বুদ্ধের দাসী।

সু-কিন্তু ও কে?

র-আমার বাল্যের খেলার সঙ্গী প্রিয়ম্বদক। বাল্যে, গ্রামের সপ্তপর্ণী ছায়ায় আমরা দুজনে খেলা করেছি।

সু-তোর বাল্যসাথী?-জীবনের পরম লগ্ন তুই হেলায় হারিয়েছিস রন্তা ।

র-পরম লগ্ন? যে লগ্নে ভগবান তথাগতের পদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করেছি সেই আমার পরম লগ্ন দেবি।

সু-মিথ্যা। দেবতা নিয়ে মানুষের চিত্ত ভরে না, রন্তা । বুদ্ধ তোর আলেয়া।

র-চুপ কর, চুপ কর, সুসঙ্গতা।

সু-কোথায় প্রিয়ম্বদকের শুভ্র নগ্ন বাহুর উপাধানে আসক্ত অধরে অস্ফুট কাকলি আর কোথায় তৃষিত অধরে অহোরাত্র বুদ্ধনামকীর্তন!

১২

র-দেবি! দেবি! তুমি এতদুর ভ্রষ্টা! বুদ্ধ নামে শ্রুতিদাহ?

সু-আমার দেহে দাহ রন্তা, আমার মনে দাহ। আমার আত্মার স্বরে স্বরে জলন্ত অঙ্গার! তোর বুদ্ধ নামেও এ দাহ মিলায় না! তোশালীর জলন্ত রূপ দেখে আমার আঁখির তারা দগ্ধ! জানিস্ না আমার কাহিনী?-বলি শোন্..
বাইরে বজ্রবিহবল, বর্ষণ তাড়িত কালো কেউটে সাপের গায়ের মত ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাত! শিবিরের স্যাঁত স্যেঁতে মাটিতে কাঠের কবাটের মত আমার দেহকে দুটো শলাকা দিয়ে পুঁতে দিয়েছে-দুটো বৌদ্ধ বাহুর মাংসল শলাকা! গায়ের উপর একটা ভয়ঙ্কর কালো দ্বিপদ দ্বিভুজ-সরীসৃপ! রন্তা! কী কালো! কী কালো! কী কালো রন্তা! (মূর্চ্ছা)
(রন্তা জপ করছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,..ও যত্ন সহকারে সুসঙ্গতার সম্বম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে)
(সুসঙ্গতা চোখ মেলে উঠে বসতে ধর্ম্মমহামাত্যের প্রবেশ)

ধর্ম্মমহামাত্য-ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁমণিপদ্মে হুং।...
তোমার সখি পীড়িতা, রন্তা?

র-হ্যাঁ, প্রভু, তাই বুদ্ধ নাম শোনাচ্ছিলাম!

ধ-বেশ, বেশ! (স্বগতঃ) রক্তপদ্মগর্ভ দুটি আরক্ত চক্ষু-মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মত দুটো তারা।-কিন্তু পদ্মে স্ফুলিঙ্গ।
(প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ। তোমার সখীর চক্ষু মুদ্রিত করে দাও রন্তা । ওর নেত্রের বিশ্রাম প্রয়োজন। ও অত্যন্ত পীড়িত।
..আচ্ছা, আমি যাই। মাঝে মাঝে সংবাদ দিও!-ওঁ মনিপদ্মে হুং, ওঁ মনিপদ্মে হুং, ওঁ মনিপদ্মে হুং! (প্রস্থান)

সু-(ভীতিবিহবলা অবস্থায় রন্তাকে আঁকড়িয়ে)..ঐ, ঐ বোধহয় রন্তা ।

র-কাকে দেখছ? কই, কেউ ত নেই। এই মাত্র ধম্মমহামাত্য এসেছিলেন-
(অদুরে ওঁ মনিপদ্মে হুং)
তুমি একটু শোও সখি, আমি কিছুক্ষণ পরিচর্য্যা করি, তা হলে তুমি সুস্থ হয়ে হয়ে উঠবে!.. চোখ বোজ!

সু-(চক্ষু মুদ্রিত করল)

র-নিমীলিত নেত্রে ভগবান তথাগতের অমিতাভ মুর্ত্তির ধ্যান করো)

...দেখতে পাচ্ছো? দেখো-কোটি-জন্ম-সমৃদ্ধ মুখাবয়ব, ঘনকৃষ্ণশূন্যে উদ্ভাসিত অনন্ত জ্যোতির কমল। দেখো অনন্ত পুণ্যচ্ছবি! প্রেম সমূদ্রের মহাশঙখ-ভগবান অমিতাভকে দেখো সুসঙ্গতা!

দেখছো!

সু-(আবিষ্ট) দেখছি!--জ্যোতির্ম্ময় কুন্দ ফুলের মত শুভ্রগন্ড। বিকালের পড়ন্ত আলোর মত মুখের ভাব! বুদ্ধ?-সেত' বুদ্ধ নয়, রন্তা। সে, ঐ প্রিয়ম্বদক। (মুগ্ধা) প্রিয়ম্বদক। প্রিয়ম্বদক আমার বুদ্ধ, রন্তা। (চকিতে জেগে) কী বললাম, রন্তা? বুঝি কিছু বিষম বললাম! আমি কি প্রলাপ বকছিলাম? তন্দ্রা এসেছিল বটে!

র-(ব্যথিত) বুদ্ধ নাম তোমার মনে বাজে না কেন, সখি? আচ্ছা, এখন বিশ্রাম করো আমি আসি(প্রস্থান)

সু -বুদ্ধ নাম কলিঙ্গ হন্তার বীজমন্ত্র! ধর্ম্মমহামাত্যের বীজমন্ত্র!

(নেপথ্যে ওঁ মনিপদ্মে হুং)

(সুসঙ্গতা সভয়ে দরজায় অর্গল দিয়ে দিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধর্ম্মমহামাত্য- (স্বগতঃ) "প্রিয়ম্বদক, আমার বুদ্ধ!" কিশোরী কিশোরকে কামনা করবে তাতে আশ্চর্য্য কি! রূপ চাইবে রূপ, সে ত স্বাভাবিক! সুসঙ্গতার এই স্বাভাবিক কামনার শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে হবে! অস্বাভাবিক কামনাকে জাগাতে হবে ঘর তাড়নায় মন্ত্রমুগ্ধার মত সে আমার কামনার গন্ডীতে বন্দিনী হয়ে থাকবে!

...শ্বাপদকে মানুষ ভয়, করে, কিন্তু সেই শ্বাপদকে অলঙ্কৃত করে দিলে মানুষের ভয় কমে যায়। বন্যবরাহের দাঁতকেও মনিমানিক্যখচিত করে দিলে তার ভয়ঙ্করত্ব কমে!..

..আমরা শ্বাপদ লোভকে ক্ষুদ্র মেষশাবকের মত, চারিপায়ে বৌদ্ধমন্ত্রের নুপুর পরিয়ে অসহায়ের মত তার বিরাম অবসর বিনোদনের জন্য পাঠিয়ে দেব! আমার সেই আপাতঃ-অসহায় ভীরু যাঞ্চাতার অসাবধান মুহুর্তে তাকে গ্রাস করবে, আবার সে সাবধান হলে মেষশাবকের মত তার পায়ে পায়ে অসহায়ের অশ্রুসজল ভীরু অভিনয় করবে। কিন্তু, তার আগে প্রিয়ম্বদককে তার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে

ফেলতে হবে! কিশোরীর প্রেম কল্পনাকে প্রথমেই নিরাশ্রয় করতে হবে!..আচ্ছা দেখি। (উচ্চৈঃস্বরে) নিকটে কে আছো?

ভৃত্য-দাস উপস্থিত প্রভু!

ধ-রাজ্যোদ্যনের উত্তরে চৈত্যে প্রিয়ম্বদক পাঠ অভ্যাস করছে! তাকে আমার কক্ষে ডেকে আন!

ভৃ-আগ্যা শিরোধার্য্য (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[ধর্ম্মমহামাত্যের কক্ষঃ প্রিয়ম্বদকের প্রবেশ]

ধ-পাঠাভ্যস করছিলে প্রিয়ম্বদক?

প্রি-না।

ধ-তবে?

প্রি-ইদানীং মনটা খুব বিশৃঙখল হয়ে উঠেছে মহামাত্য।

ধ-কেমন বিশৃঙখল? কোন আকাঙক্ষা জেগেছে মনে?

প্রি-এখনো স্পষ্ট কোনো আকাঙক্ষা জাগে নি মহামাত্য! তবে যেন আকাঙক্ষা জাগারই মতো! গভীর রাত্রিতে ঈষৎ চন্দ্রালোকে যেমন কালো কালো পিন্ডের মত শুশুক গঙ্গাবক্ষকে আলোড়িত করে, তেমনি! **বুঝতে পারছি না! কি আকাঙক্ষা ঠাহর করতে পারছি না!**

ধ-(চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানের ভান) বুঝেছি।

প্রি-কী আর্শ্চয্য! দেখেছিলাম বসন্তককে, যে ভৃত ভবিষ্যৎ জানতো! আপনিও দেখছি অন্তর্য্যামী। কেবল আমিই অজ্ঞানের ঠুলি পরে হৃদয়ের তৈলযন্ত্রে প্রাণকে নিষ্পেষিত করে চলেছি! আমাকে পথের সন্ধান দেবে কে?

ধ-ভগবান বুদ্ধ দেবেন। তাঁকে অনুসরণ করো। পশ্চাতের জীবনকে বিস্মৃত হও। ছিঃ, প্রিয়ম্বদক! যে নয়ন নয়নাভিরাম অমিতাভ পদের ভৃঙ্গ তাকে উচ্ছৃঙখল হতে দিয়েছো? তাকে নিবদ্ধ করেছো যুবতীর কাম কলসে? ছিঃপ্রিয়ম্বদক, ছিঃ!

প্রি-এবার থেকে সংযত হব, মহামাত্য! এ চক্ষু ভগবান তথাগতের পাদপদ্মছাড়া লক্ষ্যান্তরে লগ্ন হবে না। এ চক্ষু।

ধ-কিন্তু মন?

প্রি-কত চেষ্টা করেছি মহামাত্য! মনের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে বুদ্ধকে স্মরণ করতে চেয়েছি। কিন্তু মন, আমার সমস্ত প্রহরাকে ব্যর্থ করে স্মৃতির শ্মশানে শ্মশানে বিবাগী হয়ে কোনো এক প্রিয়জনের লেশ গুলিকে ব্যাকুল হয়ে সন্ধান করেছে!
জানি ভুল জানি মায়া!-মনের মধ্যে আছে মায়াবী!
দিবারাত্র সংকল্পের আগুনে হৃদয়কে বেড়া দিয়ে আছি। তবু মায়াবীকে তাড়াতে পারিনে।মন যেন হৃদয়পুটে বন্দী ভ্রমর। বাইরে নয়নোন্মাদ কুসুম! বারংবার অশান্ত দংশন! আপনি সন্ন্যাসী, বুঝবেন না! এই-

ধ-হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর বৌদ্ধ। যাও ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিবেশ করগে! এই-ই শান্তি পথ।

প্রি-(কিছুক্ষণ ভেবে) সেই ভালো! যেখানেই সুর্য্যালোক পড়ে সেখানেই তাঁর নাম প্রচার করব। (নতজানু হয়ে) ভগবান, তোমার অগাধ হৃদয় সমুদ্রে বিশ্বের কোটি কোটি প্রেমের স্রোত নির্ব্বাণ লাভ করেছে!
আমার অন্তঃনিঃসারিত বন্যা তোমার অন্তর সমুদ্রে চরিতার্থ হোক! ..সেই ভালো!

ধ-দাক্ষিণাত্যে যাবে?

প্রি-যাবো। বৌদ্ধের উত্তর নেই, দক্ষিণ নেই,পূব নেই, পশ্চিম নেই!
যেখানে সুর্য্যের আলো সেখানেই তার দেশ! যেখানে উর্দ্ধে আকাশ সেখানেই তার গৃহ! আমি যাবো! (উঠে) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি!

ধ-তোমার পথ শুভ হোক! বোধিসত্ব তোমার প্রতি প্রসণ্ন হোন। তবে যাও! প্রস্তুত হওগে। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(প্রত্যুষ)

সু-আজকের প্রত্যুষ কী বিরস রন্তা? প্রত্যুষে উঠেই মনে হল গতরাত্রে প্রকৃতি কী যেন হারিয়েছে! সুর্য দেব এখনও ইতস্ততঃ করছেন!

র-এখনও তাঁর উদয়ের সময় হয়নি সুসঙ্গতা!

সু-তৃণে, কিশলয়ে,বিন্দু বিন্দু অশ্রু। প্রকৃতি সারারাত্রি নিঃশব্দে কেঁদেছে।

১৬

র-শিশির বিন্দু সুসঙ্গতা!

সু-সহসা দেখি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা দক্ষিনে হেলেছে! গঙ্গাবক্ষে নৌকার পাল বুক ফিরিয়েছে দক্ষিনে! (সুর্য্যোদয়) আর ঐ দেখ রন্তা, তপনদেবও দক্ষিণ ঘেঁসে আবির্ভূত হচ্ছেন!

-কাল রাত্রে প্রকৃতির কোনো প্রিয়জন দক্ষিণে গেছে তাই উৎসুক হয়ে সে দক্ষিণে চেয়ে আছে!

র-এটা শীতঋতু সুসঙ্গতা! এখন সব কিছু দক্ষিণমুখী।

সু-তুই ত বিশ্বাস করবি নে রন্তা। তা আমি জানি! আমি যে শুনেছি!... তখন মধ্যরাত্রি, ঘুম ভেঙে কানে এল অশ্বখুরধ্বনি-কে চলে গেল দক্ষিণে! সেই মধ্যরাত্রে অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে সজ্জা বদলেছি। ভেবেছিলাম সেই দক্ষিণের যাত্রীর সঙ্গ নেব! কক্ষেও ভেতরের অর্গল খুলে দেখি তার বাইরেও অর্গল! তোশালীর মহেশ মন্দিরের দেবাদিদেবকে বললাম 'দেবাদিদেব অর্গল খুলে দাও'-দিলেন না! সেই মধ্যরাত্রি থেকে এই বাতায়নে দঁড়িয়ে আছি! তুই ত বিশ্বাস করবিনে রন্তা! আমি জানি প্রিয়ম্বদক চলে গেল! আমাকে একেবার ডাকলে না রন্তা। (অশ্রুসজল চক্ষু)

(দ্বারে দাসীর আবির্ভাব)

র-কি সংবাদ আরণ্যকা?

আ-ধর্ম্মামহামাত্য এই চীরখন্ডগুলি ও একটি লিপি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

র-কই দাও -আচ্ছা তুমি যাও।

(লিপি পাঠ করে)

(চীরখন্ডগুলির দিকে নির্দ্দেশ করে) ধর্ম্ম মহামাত্য তোমার জন্য এই ভূষণ পাঠিয়েছেন সুসঙ্গতা।

সু-ভূষণ?

র-বুদ্ধনামপুত এই বসন ভূষণ নয় সুসঙ্গতা? (লিপি পাঠ করতে করতে) আরো সুসংবাদ আছে সুসঙ্গতা। আজ থেকে তুমি মুক্ত।

সু-মুক্ত? মুক্ত? কিসের জন্য মুক্ত রন্তা? মরুভুমির মধ্যে পরিত্যাগকে তুমি মুক্তি বল? পথ কই? অবলম্বন কই?

র-যত দিক তত পথ-সম্বল বুদ্ধনাম!

সু-বাঁধা পথ নাই-সমুদ্রে! সম্বলে প্রয়োজন নাই তার যার আর জন্মে প্রয়োজন নাই। জন্মে জন্মে পরিক্রমা যার সাঙ্গ হোল সেই দাঁড়ায় অনিশ্চিতের এই সমুদ্রকুলে। যার ফুরোল প্রয়োজন সেই শুধু-হাতে এই সমুদ্রে পাড়ি জমায়। আমার পরিক্রমা ফুরোয় নি রন্তা।আমার প্রয়োজন ফুরোয় নি। তাই আমার এই জন্ম আকর্ষণ করছে আগামী জন্মকে। আমার মধ্যে এখনও সৃষ্টির বসন্ত।

প্রানে প্রানে ভিন্ন ভিন্ন তালে বিশ্ব দেবতরি সঞ্চরণঃ কোথাও একতালা কোথাও চৌতালা, কারো মধ্যে তাঁর ধ্রুপদের চাল, কোনো প্রাণে বেহাগের। কোনো প্রাণ নিঃসঙ্গ, জন্মে জন্মে সে চলে একলা। কোন-প্রাণ অন্য প্রাণের সঙ্গে যুগ্মে বাঁধা। আমার এ প্রাণ একটা যুগ্মের এককঃ দোসর চলেছে ঐ-ঐ প্রিয়ম্বদক।

র-অদ্ভুত। তুমি টের পেলে কী করে সুসঙ্গতা?

সু-(বিষণ্ন ভাবে হেঁসে) টের পাওয়া বল্‌ছিস্ ? টের পেলাম সেদিন যেদিন রাজ্যেদ্যানে ওকে দেখলাম।-মনে হল জন্মজন্মান্তরের চেনা। যেন ওর আশায় এতদিন বসে ছিলাম। আমার দুই বাহু নিজের অজ্ঞাতে শূন্যে আলিঙ্গনভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল । আঁখি পল্লব আপনি মুদে এল। আপাদমস্তক পরিতৃপ্ত হল।

ও যখন ধীরে ধীরে চলে গেল, তখন ওর প্রতিপদক্ষেপ আমাকে যেন ইশারা করে বললে,"এসো, এসো,এই পথে।" ওর গৈরিক উত্তরীয় যখন দক্ষিণ হাওয়ায় উড়ল তখন সেই উত্তরীয়ের নিশান আমাকে ডাকল, বলল "তোমার এই ত' সম্বল"...গতরাত্রে সে যখন অশ্বারোহণে চলে গেল তখন -আমার ঘুমের স্ফটিক গলিতে গলিতে প্রতিধ্বনি উঠল,"চললাম,চল,লাম।" -ঘুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠল "যাই,যাই,যাই।"

-ভালই হোল মুক্ত হ'লাম। আমি তোর দেওয়া এই চীরবাস পরেই যাবো রন্তা।

র-কোথা যাবে সখি? কোন্ পথে সে গেছে তুমি জানবে কেমন করে?

সু-আমার চোখ নিয়ে যাবে রন্তা।যে পথে সে গেছে সে পথের ধুলিতে সে রেখে গেছে সঙ্কেত। যে জলাশয়ের কাছ ঘেঁষে গেছে সেই জলাশয়ে রেখে গেছে তার প্রতিবিম্ব। যে বনছায়ার কোল ঘেঁষে গেছে সেই বনছায়ায় সে রেখে গেছে তার দৃষ্টির আলো। যে উদ্যানের মধ্য দিয়ে

১৮

গেছে সেই উদ্যানের কুসুমসৌরভ সে নিঃশ্বাসপরিমল রেখে গেছে।
আমার ভুল হবে না রন্তা।
ওরে, জন্মজন্ম ভুল হয়নি, এই জন্মে হবে?
ঐ চীরখন্ডগুলো আমায় দে রন্তা। এই চীরখন্ডে আমার ছদ্মবেশ ভালই
হবে। (চীরখন্ডগুলি কুড়িয়ে নিয়ে) যাই রন্তা।এতদিন বন্দিনী
বলে বড় ভালবেসেছিলে, আজ মুক্ত বলে সে ভালবাসার লাঘব করো না।
র-তোমাকে আমি ভাল না বেসে থাকতে পারিনি সখি। (অশ্রুমোচন)।
(রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার, ইতিমধ্যে সুসঙ্গতা বসন পরিবর্তন করেছেন)
সু-তোর আরাধ্য তোর প্রতি প্রসন্ন হন রন্তা। আমি যাই। আমার
পরিত্যক্ত বস্ত্র অলঙ্কার তোর জন্য রেখে গেলাম। (প্রস্থান)
(সুসঙ্গতা বেরিয়ে গেলে রন্তা সুসঙ্গতার পরিত্যক্ত অলঙ্কারগুলি নেড়ে
চেড়ে দেখছে-দেখলে মনে হয় পরতে চায় কিন্তু মনের ইতস্ততঃভাব ঘুচছে
না । অলঙ্কার গুলি নাড়াচাড়া করতে করতে সুসঙ্গতার কণ্ঠাভরণ গলায়
দুলিয়েছে, দুলাতে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় চীৎকার করে ডাকল) সুসঙ্গতা। সুসঙ্গতা ।
(কিছুক্ষন পরে সুসঙ্গতার প্রবেশ।)
সু-আমায় ডাকছিলে রন্তা?
র-তোমার এই সজ্জা অলঙ্কার কুড়িয়ে নিয়ে যাও ভাই। আমি বুদ্ধের দাসী,
বল্কল আমার ভুষন, এ রত্ন অলঙ্কার, এই নর্তকীর বেশ, মারের ছদ্ম
উপঢৌকন । এ তুমি নিয়ে যাও সুসঙ্গতা। ভগবান বুদ্ধ আমাকে রক্ষা করুন।
সু-"মারের ছদ্ম উপঢৌকন"এই কথাটা শোনাবার জন্যে তুই আমার শুভ-
যাত্রায় বিঘ্ন ঘটালি রন্তা? যাত্রার মুখে আমাকে পিছু ডাকলি কেন?
বেশ ত প্রসন্নমুখে জীর্ণ চীরখন্ড বুকে ধারণ করে, প্রিয় রত্ন অলঙ্কার পুরানো
ঝিনুকের মত ফেলে চলে গেলাম। তাতেও তোর তৃপ্তি হল না?
আরও আঘাত দেবার বাসনা ছিল? আমি ত ভিক্ষুণী নই রন্তা। আমি
কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠী পুত্রী, এই রত্ন অলঙ্কার আমার পিতার ময়ূরপঙ্খী পোতে
সপ্ত সমুদ্রের কুল উপকুল থেকে আমার জন্য আহৃত হয়েছিল।
র-অপরাধ নিয়ো না দেবি। আমি আতঙ্কে পড়ে তোমাকে ডেকেছি।

সু-আতঙ্ক? রত্ন অলঙ্কারে কি আতঙ্ক থাকে রম্ভা?

র-হ্যাঁ,আতঙ্ক। এই অলঙ্কার রাশি চুম্বকের মত ভাবী জন্মের মত আমাকে টানে কেন সুসঙ্গতা?

সু-ওঃ তাই।গাঢ় থেকে গাঢ়তর বর্ণ বসন্তের ফুলকে টানে কেন? ছায়া পথের দিগন্তব্যাপী বলয় কেন রাত্রিকে আকর্ষণ করে? স্বভাব, রম্ভা, স্বভাব। রম্ভা তুই জানিস না তুই কত সুন্দরী। তোর শঙ্খের মত কর্ণ আকর্ষণ করছে এই পদ্মরাগের কর্ণাভরণকে, তোর গজদন্ত সুডৌল বাহু টানছে এই বলয়কে, তোর স্ফটিক-স্বচ্ছ স্তনমধ্য ডাকছে কণ্ঠাভরণকে। -এই ত স্বাভাবিক। আতঙ্ক কেন?

কই দেখি, দক্ষিণ হাতটা দেতো। (বলয় পরিয়ে) দেখতো। (কঙ্কণ পরিয়ে) দেখতো।-এতে আতঙ্ক?(গলায় কণ্ঠাভরণ দুলিয়ে) এক কলা চাঁদের ওপর তোর কুমুদিনী মুখের শোভা দেখ- দর্পণ আনব?

র-(সলজ্জ) থাক। থাক।

সু-ভুষণটাই বা অসম্পুর্ণ থাকে কেন? আয়,কাঞ্চী পরিয়ে দি। কাঁচুলি পরিয়ে দি। কবরী বেঁধে দি। (স্টেজ ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার; তারপর সুসঙ্গতার সম্পর্ণ বেশে সজ্জিতা রম্ভা) (সুসঙ্গতার চক্ষু সজল হয়ে উঠেছে)

র-তোমার চোখে জল সখি?

সু-কিছু না, কিছু না। মনে পড়ে গেল।

র-প্রিয়ম্বদককে?

সু-হাঁ, এই সজ্জায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। এই সজ্জায় তাঁকে দয়িত বলে চিনেছিলাম। আজ এই সজ্জা ত্যাগ করে ছদ্মবেশে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে। তাঁর পদরজ হয়ত আমার এই ছদ্মবেশ দেখে পরাঙ্মুখ হয়ে তার পথের সঙ্কেত গোপন করে যাবে।-আয়, দর্পণে আয়।

রম্ভা-(দর্পণের সম্মুখে)- এ যে নর্তকী, সুসঙ্গতা।

সু-হাঁ,নর্তকী। এই ত প্রথম প্রিয়সন্ধানের বেশ। মনুষ্যসভায়, দেব সভায়, প্রাসাদ-অলিন্দে, নন্দন-চত্বরে, বনমধ্যে কিংবা মনমধ্যে,সাগর বেলায় কিংবা যমুনার তীরে, কখনো বীণাবক্ষে সুরসভায়,কখনো শূন্য কুম্ভ শিরে ভুবনের ঘাটে ঘাটে, কখনো পণ্য সুরভি নগরীর পথে, কখনো

২০

সিন্দুররাগবিহবল সন্ধ্যার কুলে কুলে,কখনো দেহী,কখনো বিদেহীরূপে ভুবনে ভুবনে প্রথম প্রিয় সন্ধান। তার এই বেশ।..

..তারপর, ক্রন্দনে-ক্রন্দনে-শিথিল-বন্ধ, নয়নাশ্রুসেচে গুরুভার,বিস্রস্ত, বিলোল অভিসার-সজ্জা

...তারপর,প্রিয়বাহু-আকর্ষণভয়ে-নিবিড়-নিবদ্ধ-কাঞ্চী, স্তনাংশুকস্তবকিত বক্ষে কবরীচ্যুত আস্বচ্ছ অবগুণ্ঠন। পদে পদে জড়িতপ্রায় রত্নোৎকীর্ণ সুক্ষ্ম চেলাঞ্চল-মিলনের সেই বেশ।..

জন্মজন্মান্তরে-সন্ধান থেকে অভিসারে, অভিসার থেকে মিলনে।

..মিলনে। রম্ভা, চক্ষে জল কেন জানিস, এই জীর্ণ চীরবেশ মিলনের বেশ নয়।-থাক থাক সে কথা। তোকে নর্তকীর বেশে সাজিয়ে দিলাম-এইবার খুঁজে নে। আমি যাই রম্ভা, আমার প্রথম পদক্ষেপ বিঘ্নিত, তাই এত উদ্বেগ। আমি যাই রম্ভা।

র-(সজলচক্ষে) এস সখি। তোমার প্রথম পদক্ষেপকে বিঘ্নিত করে দিলাম-ক্ষমা করে যেও-ক্ষমা করে যেও।

(মাথা নেড়ে মূক সম্মতি জানিয়ে সুসঙ্গতার প্রস্থান-রম্ভা ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়াল)

র-(স্বগতঃ)মনুষ্যসভায়,দেবসভায়,প্রাসাদ-অলিন্দে,নন্দন-চত্বরে-প্রথম প্রিয়সন্ধানের এই বেশ।.. দেবলোক।..

নেপথ্যে-দেবলোক।..বিশ্বের হৃদ্‌পিন্ড, বিশ্বজনের রক্তরেখা দ্বারা বলয়িত। এই প্রশস্ত রক্তরেখা মন্দাকিনী,তার তীরে তীরে স্বপ্নের কাশগুচ্ছ চির আশার আন্দোলনে কম্পমান। সেই তীর ঘিরে কল্পনার সংখ্যাহীন কল্পদ্রুমের শাখায় শাখায় নবোদ্ভিন্ন বসন্ত কিশলয়ের মত ঈষদ্‌রক্ত পত্র-সম্ভার। এই পত্র অযুতহৃদয়ের রক্তরাগে লিখিত লিপি। আহবান লিপি। অভিসারসঙ্কেত নির্দ্দেশী লিপি। ভাষাহীন লিপি।

..এ জগৎ ভাষাহীন, এ জগতের পরমানুতে পরমানুতে একটি মাত্র স্বচ্ছ-বোধ সঞ্চরমান, নৃত্যে নৃত্যে ছন্দিত। এ ছন্দ ছায়া, এই ছন্দ আলো, এই ছন্দ বর্নগন্ধ, এই ছন্দ মন্দারের সুরভি-কোলাহলহীন চরম মুখরতা? এই ছন্দ রুদ্রের দক্ষিণ পাণির বজ্রচ্ছন্দ, বরুণের বিশ্বপ্লাবী জ্যোতির পদছন্দ, এই ছন্দ জড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরমান মিত্রের মহাদ্যুতি, এই ছন্দ বিশ্বমন সমুদ্রে ইন্দ্রের রসস্তম্ভ।

র-(স্বগতঃ)-দেবলোক। আমি দেবলোকে নর্তকী? আমার দয়িত?
-ছায়া। ছায়া। সব ছায়া।..এই মুগ্ধ বাতায়ন পথে একমাত্র প্রিয়ম্বদককেই চোখে পড়ে।
(ধর্ম্মমহামাত্যের ধীরে ধীরে প্রবেশ)
ধ-সুসঙ্গতা একাকি। রম্ভা হয়ত গৃহান্তরে। এই ত সময়।
(নিঃশব্দে অর্গল বন্ধ করে নিম্নস্বরে) তোমার মনে অর্গল, সুন্দরি। সুন্দরি। সুন্দরি। তুমি অবর্ণনীয়া। ঋকবেদের উষা স্তোত্র তোমার বর্ণনায় বিড়ম্বিত-আমি বিড়ম্বিত, সুসঙ্গতা-তোমার অসাবধান মুকুলিকা কৈশোরকে অপবিত্র করে আমি বিড়ম্বিত। এখন অনুশোচনা হয়, তোমার মনমুলের আলবালে দিনের পর দিন অশ্রুজল সেচন করলে তোমার কিশোর মনে হয়ত আমার প্রতি অনুরাগী ফুল ফুটত। আমাকে ক্ষমা করো, সুন্দরি, ক্ষমা করো।-অদৃস্টের কুটিল ব্যঙ্গ সুসঙ্গতা, এই বিগত যৌবনের ছায়ান্ধকারে অন্ধ, মদান্ধ কবির উম্মত্ততা, ভাগ্যের উপহাস সুন্দরি। জন্মান্তরের অতৃপ্তির ছায়া হয়ত আমার মনকে, বুদ্ধিকে আঁধার করেছে। জন্মান্তর, জন্মান্তরই হবে। তা না হলে কোথা তুমি নবীন শ্যাম ইন্দীবরদত্ত, আর কোথা আমি। ফিরে দেখ, পরাঙ্মুখী, আমি নতজানু, আমাকে ক্ষমা করো, তোমার দুর্লভ নয়নপ্রসাদের একটি কৃপণ মুস্টিও দাও-চেয়ে দেখ।
র-(মুগ্ধা) অনুনয়? আবেদন? কেউ কি অমরাবতীর পরিত্যক্ত রাজপথের এক কোনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে? সত্যিই কি দেবলোক নেমে এল? আকাশ ছিড়ে নেমে এল? এস দেবলোক। এস, এস দেবতা দয়িত।
(ধর্ম্মমহামাত্য ধীরে ধীরে সন্তর্পণে গিয়ে রম্ভাকে জড়িয়ে ধরতে রম্ভা তড়িৎস্পৃস্টের মত ঘুরে) কে? মহামাত্য?
ধ-কে? রম্ভা?(চকিতে কটি হতে গুপ্ত ছুরিকা বের করে রম্ভার বক্ষে আমূল বসিয়ে দিল)
র-আঃ-(ভূতলে পতন) আঃ অমিতাভ।
ধ-(ছুরিকা রম্ভার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে) ওঁ মনিপদ্মে হুং। ওঁ মনিপদ্মে হুং। ওঁ মনিপদ্মে হুং।(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(সুসঙ্গতা ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করছে)

সু -একি। পথ কই? যাবার সময় পথ মুছে দিয়ে গেছে, প্রিয়ম্বদক?.. সম্মুখে পাহাড়-হয়ত ও শিলা নয়। হয়ত জমাট উচ্ছ্বসিত কালো কাণ্নার ঢেউ। ওর এপারে এই জন্ম, পরপারে জন্মান্তর। পাহাড়ের কোলে সংঘারাম-একটি বিরাট শুভ্র কুন্দ। হয়ত জন্ম মৃত্যুর সন্ধিতে একখানি শুভ্র আশা।

তুমি কি ঐ সংঘারামে বিরাম নিচ্ছ, প্রিয়ম্বদক? না, না, না, তোমারে ধরবে কে?-ভুবনজীবনসমুদ্রে ময়ূরকণ্ঠী পাল তুলে দিগবিদিকের সন্ধানী হাওয়ার সঙ্গে তোমার তরী লুকোচুরী খেলছে।-সম্মুখে ঐ নদী তোমার তরলকণ্ঠ চারণ, তার নীরবসনের নীচে নুড়ির রুদ্রাক্ষে তোমার নাম জপ করে চলেছে। নদীর তীনের ঐ বেতসবন, ও ত' বেতস নয়। নম্র কম্প্র ইশারা তোমার?-ঐ ঢালুপার তোমার উরস সখা। ঐ শ্রমণ নামছে নীরে, শুন্য কুম্ভ শিরে, তোমার নাম দিয়ে ও কলস পুর্ণ ক'রবে।

এই পথ দিয়ে যাবার বেলায় প্রতিবিম্ব রেখে গেছো ত'?-কই, দেখি, দেখি (বিরল বেতস গুল্মের অভ্যন্তর দিয়ে শায়িতা অবস্থায় উচ্চপাড় হতে নিম্নে জলের দিকে চেয়ে রইলঃ নীচে জল ভরবার সময় শ্রমণের কলসে শব্দ উঠছে বক্, বক্, বক্,)

(পাহাড়ে প্রতিধ্বনি) প্রিয়ম্বদক। প্রিয়ম্বদক। প্রিয়ম্বদক।

সু-ঠিকই ত। গেছে-এই পথ দিয়েই গেছে।

শ্র-(তাকে ঝুঁকতে দেখে) ও কি।ও কি।

(নেপথ্যে প্রতিধ্বনি) সখি। সখি। সখি।

সু-(উঠে বসে)ডাকছ? ডাকছ, প্রিয়ম্বদক।

শ্র-(সরে এসে) ভগিনী, তুমি কিসের সন্ধান করছ,ভগিনী?

সু-আমি প্রতিবিম্বের সন্ধান করছি ভাই।

শ্র-কীসের প্রতিবিম্ব?

সু-প্রিয়ম্বদকের প্রতিবিম্ব।

শ্র-বুঝলাম না ভগিনী।

সু-বুঝবে না। কি কওে বুঝবে? তা যাক্-এই পথ দিয়ে কাউকে দক্ষিণে যেতে দেখেছো?

শ্র-দেখেছি-বহু লোক দক্ষিনে গেছে।
সু-বহু লোক নয়। বহু লোক নয়। এমন কাউকে দেখেছ কিশোর কিশলয়ে লুপ্তা তন্তুর মত যার কিশোর দেহে চীর বাস? যার বালকের মত মুখে জ্যোতির্ম্ময় বার্দ্ধক্য। যার সুভাষ অধরৌষ্ঠ কোণে নিগূঢ় বেদনা? যার নয়নে নয়নে পরিতৃপ্তি আর দৃস্টিতে চির সন্ধান?-
দেখেছো? এই পথ দিয়ে সে গেছে-আমি জানি সে এই পথ দিয়ে গেছে-
শ্র-এই পথ দিয়ে সে গেছে?
সু-হ্যাঁ, এই পথ দিয়ে সে গেছে। এই নদীর তার অনোমা সে হয়ত এইখানে অশ্বত্যাগ কওে পরিব্রাজক হয়ে গেছে-তার সন্ন্যাসে এখানকার তরুলতা এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে-শুনতে পাও না?-তাকে দেখ নি?
শ্র-ভগিনীর হয়তভুল হচ্ছে?
সু-ভুল?
শ্র-(স্বগতঃ) "অনোমা" "অশ্বত্যাগ করে পরিব্রাজক", ভগিনীর ভিক্ষুণীর বেশ।ভগিনী বুদ্ধপ্রেমে উন্মাদিনী। (প্রকাশ্যে)আপনার ভুল নয়, আমারই ভুল। আসুন আমি আপনাকে নিয়ে যাই-তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব-এই দিক দিয়ে আসুন,এই দিক দিয়ে।
সু-(যেতে যেতে) তোমার কুম্ভে বুঝি নাম ভরে নিয়েছো?
শ্র-(চমকিত)হাঁ,ভগিনী।
সু-তোমরাও তাকে এত ভালবাসো?
শ্র-হ্যাঁ,ভগিনী, বিশ্ব তাঁকে ভালবাসে ভগিনী। তিনিও বিশ্বকে ভালবাসেন।
সু-না,না, ভুল।-সারা বিশ্বকে ভালবাসতে যাবে কেন? আমাকেই ভালবাসে।
শ্র-(হেসে) তাই হল বোন।

(সংঘারামের কক্ষ)

শ্র-(বুদ্ধমূর্তির দিকে নির্দ্দেশ করে) ঐ দেখ বোন।
সু-এযে পাথর।
শ্র-নিখিলের শোকে।

২৪

সু-অমিতাভ।

শ্র-হ্যাঁ,ভগবান, অমিতাভ। যে রূপ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিহবল করেছে, বোন।

সু-প্রিয়ম্বদক, তুমি পাথর হয়ে বুদ্ধে পরিণত হয়ে গেলে?
আমার আলিঙ্গনের গন্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বেব্যাপ্ত হলে সখা? আমি চেয়েছিলাম বিশ্বের এক প্রেমরৌদ্রকরজ্জল কোনে একাকী তোমাকে হৃদয়গত করতে। একি হল সখা? (শঙ্কা)ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ভগবান্, তোমাকে সখা বলে সম্বোধন করলাম, ক্ষমা করো প্রভু, তুমি বিশ্বপতি। প্রভু অমিতাভ।তুমি কি প্রিয়ম্বদকের ছদ্মবেশে আমাকে বিবাগী করেছো? তোমার নাম "প্রিয়ম্বদক" এই ধ্বনিতে কি আমার ধমনীতে ধমনীতে প্রতিধ্বনিত করেছো, প্রভু?
যদি তাই করে খাকো-অন্ধ ছদ্মবেশ মোচন কর, ভগবান, দাসীকে চরণে স্থান দাও। (মূর্তির পদতলে পতন)

শ্র-বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(অশ্বারোহণে প্রিয়ম্বদক,সম্মুখে বৃক্ষান্তরালে চাঁদ উঠছে, আকাশ লাল হয়ে উঠছে, সহসা অদুরে বহু পদের নুপুরধ্বনি, কয়েকটি বক সশব্দে উড়ে গেল-তাদেও শব্দে মনে হলে তারা যেন ডেকে গেল "প্রিয়ম্বদক, প্রিয়ম্বদক"। প্রিয়ম্বদক পশ্চাতে দৃস্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকলেন "সুসঙ্গতা।")

নেপথ্যে-আঃকী কর।কী কর।দেখতে পাবে যে।

-কে দেখবে?

-ঐ যে ঐ চাঁদ-ঐ চাঁদ-দেখ, দেখ, পূবের আকাশটা দেখ-কী রাঙা, কী রাঙা। লজ্জায় গো, লজ্জায়।

-কেন?

-শৃঙ্গী চাঁদ ওর বুক করেছে ক্ষত-ক্ষত-ক্ষত-বিক্ষত-শৃঙ্গীর শৃঙ্গার।

(কলহাস্য)

(নুপুরের শব্দ, প্রিয়ম্বদক পশ্চাতে একবার চকিতে চেহে লইলেন)

-ওকি? পালাচ্ছ কেন?শোনো, শোনো।

-বাঃ,বাঃ,বাঃ, । আজ কি রঙ্গের সময় নাকি?
-তাই বুঝি ভ্রুভঙ্গ? কিন্তু?-
-কিন্তু?
-কিন্তু ধরা না দিলে ত' ধরা পড়বে না।
-ধরা পড়ব কেন?
-তবে পালাচ্ছ কেন?
-না,না,না, তা কেন? আমিত' ধরেছি।-দেখে যাও দেখে যাও-আমার মুঠোর মধ্যে একটী প্রজাপতি ধরেছি-
-রাত্রে প্রজাপতি ধরেছো, সে কি?
-তবে-হুস্-ছেড়ে দিলাম।-চলে যাও-অন্য ফুলে চলে যাও। যাও।
-কই? প্রজাপতি কই?
-ওইত। ওইত মদুপান করে মাতালের মত, সামনে ওই।
-ওঃ, আমি?-এস ফুল। এস কুরুবক,করবী,এসো চম্পক, মল্লিকা, এসো নিশিগন্ধা, এসো, এসো, কুমুদিনী।
-চুপ, চুপ, চুপ।
-কেন?
শুনছ না? (নিকটে বহু নুপুরের ধ্বনি) কারা আসছে?
-কি করে জানব?
-রাণী সুদর্শনা আসছেন সখিদের সঙ্গে।
-এ পথে?
-মহেশ মন্দিরে ব্রত আছে।
-ব্রত?
-হ্যাঁ, পুত্রোষ্টি ব্রত।
-চলো সরে যাই।
-কোথায়?
-ঐ ছায়ায়।
-ছায়ায়?-তুমি যদি? যদি তুমি-?
-তবে ঘর ছেড়ে এলে কেন? -না এসে যে পারিনা। (কলহাস্য)

২৬

প্রিয়ম্বদক(নিম্নস্বরে)- প্রিয়ম্বদক, তোমার চতুর্দ্দিকে 'মার'।
দেখতে পাচ্ছো না? বুঝতে পারছনা?
ঐ যে আলোতে ছায়াতে বিভ্রম-ঐ যে পুর্ব্বাকাশে-
- প্রবাল পালঙ্কে-
প্রথম বাসর লজ্জা।
ঐ যে-
পল্বলে পল্বলে ছুরিত-
অপাঙ্গ দৃষ্টি।-
ঐযে-হেথা হোথা-
- কাশে কাশে উচ্ছ্বসিত-
- সারি সারি রূপসীর-
- সাধ্বস-কম্পিত-
- কুচকুম্ভ বিভ্রম।
ঐ পদ্মমধ্যগতা রাজহংসীর
মুর্হূমুর্হূ গ্রীবার আক্ষেপ।-
ফেনিল জ্যোৎস্নায়-
নবনীতখন্ডের মত-ভাসমান-
সৌরভের ভ্রম-
সব মারের প্রলোভন, প্রিয়ম্বদক,সব মারের প্রলোভন।
(অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্যভাবে)কিন্তু কী সুন্দর। মায়াবী জগৎ-তার
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ইন্দ্রজাল- মনে হয় প্রিয়ম্বদক স্বয়ং লক্ষ্যহীন একখন্ড
ইন্দ্রজালের মেঘ।
(আশে পাশে নুপুরের শব্দ ও চকিত হয়ে প্রিয়ম্বদকের পশ্চাতে দৃস্টি
নিক্ষেপ; অতি নিকটে নূপুর ধ্বনি ও বহু নারীর কলহাস্যে চকিত হয়ে;
সহসা অশ্বের বর্দ্ধিত গতিবেগ; প্রিয়ম্বদকের পতন ও মুর্চ্ছা; আহত- মস্তকে রক্তস্রবণ
হচ্ছে)
নেপথ্যে- এই দিক দিয়ে মহারানী, এই দিক দিয়ে।
(সখিসাথে রাণী সুদর্শনার প্রবেশ)
১মা সখি- পথিমধ্যে এক স্বম্বিৎহীন পুরুষ মহারাণী।
২য়া- যুবক মহারাণী,

৩য়া- কিশোর, মহারাণী।

রানী- (অগ্রসর হয়ে)কিশোর? কই দেখি দেখি। আহা!
(নিজের অবগুণ্ঠন খুলে দিয়ে জনৈকা সখীর প্রতি)
যা কাঞ্চন, আমার অবগুণ্ঠনটা ঐ পল্বলে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। যা- ছুটে যা।

১মা- মহারানী,রাজধানীর পান্থশালায় এই ভিক্ষুকে পরিচর্য্যার জন্যে পাঠিয়ে দিন। মন্দির এখন ও দুরে-প্রায় মধ্যরাত্রি-যেতে দেরী হবে।

রাণী- সখি,আঁচল দিয়ে বাতাস কর-দেবাদিদেব আমাকে পরীক্ষা করছেন, সখি।
(কাঞ্চন অবগুণ্ঠন ভিজিয়ে আনলে প্রিয়ম্বদকের মুখের উপর নিঙ্ড়িয়ে দিয়ে)
কুমার।

কাঞ্চন- মহারানী, বৌদ্ধ ভিক্ষু।

রাণী- না, কাঞ্চন, ও কুমার । তা না হলে আমার মুখ থেকে "কুমার" সম্বোধন কেন খসল?

১মা- রাণী, মন্দির এখন ও দূরে।

রা- কাঞ্চন, ওকে চুপ করতে বল, কাঞ্চন। দেবাদিদেবই এই পথিককুমারকে আমার পথে ফেলে রেখেছেন- আমার বাৎসল্যেও প্রস্রবনের মুখ খুলে দিতে। তাই ওকে দেখে আমার অন্তর গলে গেল, স্তন্যের সঞ্চার হোল, কাঞ্চন। দেখ্ দেখ্, এইবার হয়ত জ্ঞান ফিরে আসছে।

২য়া- বিলম্বে ব্রত অসম্পুর্ণ থাকবে, মহারাণী।

রাণী- এই আমার ব্রত উদ্যাপন, সখি। এই আমার মানসপুত্র-এই মুখ আমি স্বপ্নে দেখেছি-এই মুখ আমার অন্তরে অন্তরে কামনা হয়ে লীন ছিল।

কা- মহারাণী,সরে এসো, পথিক মুমূর্ষ, এক্ষুনি শবে পরিণত হবে-শব ছুঁলে দেহ অশুচি হবে,পুজো বন্ধ হবে-সরে এসো।

প্রি- (অস্ফুটস্বরে)হাঁ,সরে যাও-সরে যাও-পথ দাও-একখানা গুরুভার তরবারী দিতে পারো? সম্মুখের অরণ্য কেটে দিই। তাম্রপণীর পথটা হারিয়ে গেছে। কোথায় যে হারিয়ে গেল।

কা- মরছে, ও মরছে মহারাণী, দেখছোনা হাতদুটো কঠিন হয়ে আসছে

২৮

প্রি- ম'রব কেন? ঐত নূপুরের ধ্বণি–কন্টকের ভয়ে–বামহাতে ঘাঘরার
কোনটি তুলে জ্যোৎস্নার পথ ধরে ঐত আসছে। পাদুটো রজতখন্ডের
মত আলোয় ঝিকমিক করছে। ঐ ত এল বলে।.....একসঙ্গে
যাবো–কোথায় চলেছো? দাঁড়াও–দাঁড়াও সুসঙ্গতা। আমি যে
চলতে পারছি নে।– দাঁড়ালো না। মিলিয়ে গেল। ধূপের মত মিলিয়ে গেল।–একা
একা কোথা যাবো?

রাণী–আহ। কোথা যাবে কুমার?

প্রি–এসেছো? এসো, তোমার সঙ্গে যাবো–
–অনন্তকাল ধরে পাশে পাশে যাবো–
উপচার পাত্রের মধ্যে ধুপাধারের মত–সঙ্গে যাবো–
নর্তকী সেজেছো?–বা:, কী সুন্দর তোমার বেশ।
হাতে মণিকঙ্কণ,গলে চন্দ্রহার, চরণে নূপুর, কটিতে ময়ুরকণ্ঠী ঘাঘ্ রা।

(চক্ষু মুদ্রিত করল)

রানী–কাঞ্চন,জল দে, জল দে।

প্রি–জল আনতে চলেছো সুসঙ্গতা? আমাকে বাঁচাবে?.. আনো,
আনো, তোমার চম্পককরপুটের এক অঞ্জলি আমার কপালে ঢেলে দাও। অদৃস্ট
পরিচ্ছণ্ন হোক।-
একি? হঠাৎ একি হল?–তোমার মাথায় ছিল শূন্যকুম্ভ–সেই কুম্ভ
হল সুধাপুর্ণ পুণিমার চাঁদ–টলমল করছে তোমার প্রতি পদক্ষেপে–
তোমার কণ্ঠহার–
হল ছায়াপথ, তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে দুলছে–
তোমার কঙ্কণ,–
গিরিনদীর বাঁক, তোমার চলার ঠমকে ঠমকে বাঁকে বাঁকে ওঠে ঝঙ্কার–
তোমার সিঁথি,
হল আমার তাম্রপর্ণীর পথ, পায়ে চলার পথ, যতই চলি ফুরোয় না–
আমার আঘাতের রক্তরাগে সে পথ হল সিন্দুর লাঞ্ছিত।
এই রেখার শেষে
তোমার ঘনচিকুরের অন্ধকার।
চোখের সম্মুখে আঁধার, তুমি কই সুসঙ্গতা? কে আছো আমাকে এক খানা
রত্নখচিত গুরুভার তরবারী দাও–সম্মুখের এই আঁধারকে কেটে

খান খান করে দেব।.....সুসঙ্গতা হারিয়ে গেল-কোথায় গেল?
..নীল যমুনার ধারে পাটলীপুত্রের ঐ মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ–কিন্তু সেই
বাতায়ন শুন্য–তুমি কি প্রাসাদের প্রমোদ কক্ষে?
–তুমি কাঁদছ সুসঙ্গতা?–দাঁড়াও–কে আছো একটা অশ্ব দাও–
একখানা তরবারি দাও।–
রাণী–কুমার।
প্রি–কে?
রাণী–মা।
প্রি–মা? একখানা তরবারি দাও তো মা–তার মুখটা হবে ঐ চাঁদের
শৃঙ্গের মত তীক্ষ্ণ বাঁকা–দাও তো। কই, দিলে না?
রাণী–তাই দেব কুমার, তাই দেব। (অশ্রুমোচন)
কাঞ্চন–(জনান্তিকে) বন্ধ্যার বাৎসল্য গোশকটে গঙ্গাজলের পূর্নকুম্ভ–
আচ্ছাদনহীন–পথে পথে চলকে চলকে পড়ে।
(প্রকাশ্যে) আপনি উঠুন, মহারানী, আমরা ওকে তুলে নিয়ে প্রাসাদে যাই।
প্রি–না,না–একখানা তরবারি দাও–দিয়েছো?–এইত' প্রমোদকক্ষ–
শুন্য–সে কই?–সুসঙ্গতা। সুসঙ্গতা।–এই যে তুমি এখানে। এই
আধো-অন্ধকার ঘরে, ভিখারিণীর বেশে–গৈরিক ধারার মত তোমার
অশ্রু ঝরছে কেন? দেখো, আমি এসেছি। দেখলে না? চিনতে
পারছো না ?–আমি তাম্রপর্ণী যাইনি–পথ থেকে ফিরে এলাম–তুমি
যে কাঁদছিলে।–চিনতে পারছো না? প্রদীপটা উস্কে দাও–এখনও
চিনতে পারছো না?ওকি, শুন্য দৃস্টিতে কাকে দেখছ?..তুমি কি
ভুলে গেছ?..আমি যাই তবে। কোথা যাই?–
–বসন্তক, এসেছো বন্ধু? তোমার মাথায় নিষ্ঠুর সাদা কেশ কেন?
তুমি বুঝি যুগযুগান্তর ধরে বেঁচে আছো? আমিত' মরছি..কোথায়
যাচ্ছ, বসন্তক? তোশালী?–ঐ পোড়া বন্দরে, ঐ আধপোড়া নৌকায়
কোথা যাবে? তাম্রপর্নী যাবে না–না, ও সমুদ্রে আমি নামব না–
দেখছ না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন বিরাট ঢেউয়ের নিষ্ঠুর চমকে চমকে জীবন্ত জল
আমাকে টানছে? আমাকে গ্রাস করবে, বসন্তক।
কাঞ্চন- চাঁদ ডুবছে, মহারাণী।

৩০

প্রি–সুসঙ্গতা পালিয়ে যাচ্ছে–কালো সমুদ্রটা কদাকার লোলুপ লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের আঙুল দিয়ে আমাকে ধরতে চাইছে–আমি পালাই–চল, আমরা পালাই বসন্তক, তাম্রপর্ণী গিয়ে কাজ নেই–সমুদ্র বুঝি সুসঙ্গতাকে ধরে ফেল্লে। সুসঙ্গতার ঘাঘরার কোণে চাঁদের ধারালো শৃঙ্গ আট্‌কে গেল।–চাঁদটীকে নামিয়ে আনতে পারো–বসন্তক?–এনেছো? ছেড়োনা। আমি সুসঙ্গতাকে ধরি, ধরি।–(ঊর্দ্ধে বাহুদ্বয় উৎক্ষেপন করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ)

রাণী–(কাঁদতে কাঁদতে)কুমার, কুমার। তুই আয় কুমার। আমার প্রাসাদে চল্‌ । তোর জন্যে বহুদিন থেকে প্রবালপালঙ্ক পেতে রেখেছি– –রত্নখচিত তরবারি দেব–অশ্ব দেব–তুই উত্তরাপথ জয় করবি– বন্দিনীকে মুক্ত করে আনবি,কুমার। (মুর্চ্ছ)

কাঞ্চন–(উদ্বিগ্ন) চাঁদ ডুবে গেছে–(সখিদের প্রতি) ওলো, মশাল জালতে বলেদে। মশাল জালতে বলেদে।

সপ্তম দৃশ্য

(অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাধারণ বিশ্রামকক্ষ, সম্মুখে দেওয়ালে বৃহদাকার একটি ক্যালেন্ডারে বর্ষচক্র আঁকাঃ রন্তা দক্ষিণের একটি আরাম কুর্সীতে বসে চিন্তামগ্ন, হাতে এই নাটকখানি, প্রিয়ম্বদক প্রবেশ করে পাশের একেটি সোফায়(Sofa) বসে পড়লঃ সিগারেট মুখে দিয়ে জ্বালবার জন্য দিয়াশলাই সন্ধান করতে হাতের বই টেবিলে নামিয়ে রন্তা ড্রয়ার হতে দিয়াশলাই বের করে জ্বেলে তার সিগারেট ধরিয়ে দিল–দুজনের মধ্যে কেউই পুর্ব্ব অঙ্কের সজ্জা বদলায় নি)

প্রি–ধন্যবাদ।

র–উঃ,কী কষ্ট।

প্রি–কীসের? তোমার সেই বুকের ব্যথাটার নাকি?

র–না, না, না, সেটা সেরে গেছে। বলছিলাম কি, বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর পোষাক পরে রন্তার অভিনয় করতে আমার যেন দম আটকে আসছিল।

প্রি–সুসঙ্গতার ঘাঘরা পরে পা দুটো উলঙ্গ করতে ভাল লেগেছে, কি বল? স্বভাব,রন্তা, স্বভাব। মিস্‌ মার্গারেট মেয়ার ওরফে মায়া দেবী, তুমি যে ঐ পোষাকে অভ্যস্ত । কিন্তু ষ্টেজটাতো ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট নয়। তা

যাক, (তার খোলা পায়ের দিকে চেয়ে)কিন্তু সাপের পেটের মত
সুন্দর পা দুটো তোমার।
মায়া–সত্যিই বাঁচলাম।
প্রি–এখন ওড়নাটাও ছুঁড়ে ফেলে দাও না। ওর ভারটা বইছ কেন?
মা–(কোমলকণ্ঠে) তুমি যে সামনে রয়েছো ভাস্করদা।
ভা–আচ্ছা, আমি না হয় চোখ বুজে সিগারেট টানছি।
মা–আচ্ছা, ভাস্করদা, এইমাত্র ভালবাসার দারুন অভিনয় করে এলে,
তোমার মনে তার কোন রেশ নেই?
ভা–বুজরুকি। ভাষার বুজরুকি। ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়া আর ছুঁড়ীগুলোকে
ভোলাতে হবে ত? পয়সা হবে কেন? লোকে যে রসের চাইতে
রসের ফেনা ভালবাসে–ভাস্কর বোসের পাঁচশ টাকা ওঠা চাইতো।
মা–আমার কানে কিন্তু সেই ভাষার ঝঙ্কার এখনও বাজছে ভাস্করদা–এই
মাত্র বসে বসে ভাবছিলাম এ কেন সত্যি হল না?
ভা–জীবনের সঙ্গে অভিনয়ের তফাৎ রাখো না বলে তোমরা,মেয়েরা মরো।
মা–তবু মনে হচ্ছে সত্যি। কেমন যেন চোখে মোহ চেপে এল–মনে
হল জানালা দিয়ে সত্যিই তোমাকে দেখলাম–কত কাছে।
ভা–আমাকে? সত্যিকারের ভাস্কর বোসকে?
মা–হাঁ।
ভা–মাই গড্ ।
মা–চেয়ারটা টেনে এনে তোমার আরো কাছে বসব?
ভা–এ আবার জিগ্যেস করছ কি?
মা–ভয় করে ভাস্করদা, কেমন জানি তোমার কাছে ভয় করে। বুক দুর দুর করে।
ভা–তুমি ঘুরিয়ে প্রেম নিবেদন করছ মায়া?
মা–না, না, না.....আর, তা পারলাম কই। গত জন্মে তুমিত নন্দিতার
নাগর ছিলে?
ভা–"গতজন্মে"?
মা–থুড়ি,গত অঙ্কে।–সেইত প্রেম নিবেদন করেছিল? আশ্চর্য্য এই?
নন্দিতাদি। রোহিনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে না করেও কতকাল কাটিয়ে

দিলে–বুকে করে পাঁচ পাঁচটা সন্তান মানুষ করলে–আজও যখন
ষ্টেজে নেমে ভালবেসে কাঁদল, তখন মনে হল ওর সত্যে আর অভিনয়ে
কোনো তফাৎ নাই । ও তোমাকে ভালবাসে ভাস্করদা ।
ভা–ভাস্করদার পেটিকোট আর বডিসের ধ্যানে বসবার বয়স নেই মায়া
মা–সত্যিই ও তোমাকে খু–ব পছন্দ করে ভাস্করদা, আজ ষ্টেজে ও সত্যি
সত্যি কেঁদেছিল–ষ্টেজের বাইরেতে কাঁদতে পারে না–তাই ষ্টেজে
কেঁদে নিলে। আমি মেয়ে, আমি ওর মনটা বুঝি।
ভা–তোমার মনটা কে বোঝে মায়া?
মা–কেন, তুমি? তুমি বোঝনা ভাস্করদা?

(সুসঙ্গতা গত অঙ্কের পরিচ্ছদে প্রবেশ করে)

বোঝে গো বোঝে। মায়া, তুই এত হ্যাংলা কেন বল্ দেখি। তাইত'
নাটকে তোকে শিমূল তুলোর রোল দেওয়া হয়েছে।
মা–সে কি নন্দিতাদি?
ন–যৌবন-চৈত্রের তপ্ত হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্চিস।
মা–তূলোর গুটির কোনে যে বীজটা আছে সেটা বুঝি নজরে পরেনি?
ন–কিন্তু,(ভাস্করের দিকে নির্দ্দেশ করে) ও বড় শক্ত মাটি মায়া। গঙ্গা
গঙ্গা চোখের জলের সেচ দিয়ে ভেজালেও ভেজে না।
ভা–ভেজে গো ভেজে। তবে গঙ্গোতরীর গঙ্গা হওয়া চাই, যেখানে তার
শাখা বেরোয়নি। তুমিত' শাখাপ্রশাখাশালিনী বাংলার গঙ্গা। থাক্
সে কথা। তা কেমন আছো, কলস্বনা?..রমনী রঙ্গিনীর জাত। রঙ্গটা কেমন লাগছে?
ন–ব্যঙ্গ করছেন? সন্তানবতী বলে বুঝি আমার নিবেদনে মন উঠল না?
ভা–গত অঙ্কের রঙ্গলীলাটী তোমার পক্ষে ব্যঙ্গই নন্দিতা দেবী। সুসঙ্গতার
নাচনীর পোষাক,হাঁটু পর্য্যন্ত খালি পা–নাঃ।
মা–দেখ, দেখ ভাস্করদা, নন্দিতাদির চোখের জল এখনো শুকোয়নি।
ভা–(কৃত্রিম বিস্ময়ে) তাইতো। মায়া, মুছিয়ে দাও।
ন–(চটে) কেন,আপনি দেন না। এবার ষ্টেজে একখানা পুরো মাপের
আয়না টাঙিয়ে রাখব–নিজের রঙ্গের ব্যঙ্গটাও চোখে পড়বে।

(ভাস্করের উচ্চহাস্য)

মা–ভারী অদ্ভুত দৃশ্য।ভাস্করদা প্রেমে উন্মাদ।

(ভাস্করের পুনরায় উচ্চহাস্য)

তুমি এই চেয়ারে বসো, নন্দিতাদি, আমি ঐধারে তোমার সোফাটায় বসি।

ন–না,তুই বসে থাক। (চোখ মুছে) আচ্ছা নাটক লিখেছে যাই হোক।
এই জন্মের ভালবাসায় মানুষের বিশ্বাস নেই, তায় আবার জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা।

ভা–কবি নয়তো,উন্মাদ।

বসন্তক–কেমন মায়াদেবী। কেমন নন্দিতা ভাই। কেমন বই হয়েছে
বলতো।

মা–সুন্দর। মনে হয় সত্যি বুঝি। আমারও কখনও কখনও মনে হত
মানুষ বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায়–ধরুন, আমাদের এই ঝাঁক।–
জন্মজন্মান্তর ধরে–

ভা–(উচ্চহাস্য) চমৎকার। "ঝাঁকে ঝাঁকে"। ফাইন।

ন–আপনি এত জোরে হাসছেন কেন? আমার মাথাটা দিপ দিপ
করছে

ভা–আই সী।আই কীপ মাম। এ্যানাদার সিগারেট ম্যানেজার।

(বসন্তক ভাস্করকে সিগারেট দিয়ে নিজেই ধরিয়ে দিল)

ব–এই বয়। চা নিয়ে আয়। একটু তাড়াতাড়ি করুন আপনারা।
বেশী দেরী করবেন না। দেরী হলে নাটকটার ইন্‌টারেষ্ট চলে যেতে পারে।

(ম্যানেজারের প্রস্থান)

(বয় চায়ের ট্রে নিয়ে এল ও নামিয়ে রেখে চলে গেল।
ভাস্কর কয়েক কাপ চা তৈরী করে)

ভা–নাও, নন্দিতা দেবী।

ন–না।

ভা–তুমি নাও মায়া।

মা–(নন্দিতার দিকে আড়চোখে চেয়ে) থাক্ থাক্ আমি তৈরী করে
নিচ্ছি। তোমায় এক কাপ তৈরী করে দেব নন্দা দি?

ন–দে।

ভা–হায়। চায়ের সঙ্গে যদি বুকখানাকে গুলে দিতে পারতাম। কিন্তু

৩৪

সে রসায়ন বিদ্যে যে জানা নেই। (নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে সুরু করল)–বাইদি বাই, আমাদের ধর্ম্মমহামাত্য ওরফে রোহিনী বাবু কই? ও–ভদ্রলোক এখনো মরেন নি বুঝি। আচ্ছা শক্ত প্রাণ।

(রোহিণী বাবুর ধর্ম্মমহামাত্যের বেশে প্রবেশ)

–ওয়েল কাম, গুড্ ফেলো। এই স্বর্গ তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছে, ওল্ড বয়। জন্মটা কেমন লাগল?

রো–সুপার ফাইন। জীবনের চেয়ে অভিনয় মিষ্টি হে। বিশেষ করে–

ভা–বিশেষ করে দরজায় খিল এঁটে আপনার প্রেম নিবেদনটা মারাত্মক রকম ফাইন।

মা–ভদ্রলোক যে জোরে আমাকে টিপে ধরেছিলেন।

রো–(ধমক দিয়ে) এ্যাও।

ন–চুপ করে চা খা মায়া। তুমি এখান থেকে যাও তো। (রাহিণীর প্রস্থান)

মা–(লজ্জিত) না, এমনিই বলছিলাম।–

ম্যা–(প্রবেশ করে) আপনারা তাড়াতাড়ি সাজ বদলিয়ে নিন–নন্দিতাদেবী, মায়াদেবী, তোমরাও দেরি করো না।

ন–আমার রোলটা মায়াকে দেন, ম্যানেজার বাবু, আমার মাথাটি কী রকম দিপদিপ করছে।

ম্যা–তাই কি হয়, নন্দিতা দেবী? এক একজন এক একটা রোলের জন্যই যেন জন্মায়।

ভা–ওয়েল সেড, ম্যানেজার।

(ম্যানেজার হেসে একটা ছোট নড্ করে বের হয়ে গেল)

ন–(ভাস্করের দিকে) কিন্তু এর পরে কি করে আমি আমার রোলে পার্ট করব ভাস্কর বাবু?

ভা–(গম্ভীর) কেন?

ন–আপনার কুটিল ব্যঙ্গটা বাঁকা খোঁচার মত বুকে বিঁধে রয়েছে–সহজ হব কি করে?

ভা–জীবনের সঙ্গে অভিনয়, মিশিওনা,নন্দিতা। অভিনয়ের সময় নিজেকে আশীর্ব্বাদ্য ফুলের মত খুঁটে বেঁধে নিতে হয়, নন্দিতা দেবী, তা না হলে অভিনয়ের সময় 'আপনটী হাতে পায়ে কণ্ঠে জড়িয়ে যাবে–

অভিনয়ে জমবেনা–"আশীর্ব্বাদ্য"বললাম এই জন্যে যে অভিনয়ের সময় নিজের মাঙ্গলিক স্পর্শটুকুও চাই।–চলো–আমার ব্যঙ্গটাও রঙ্গের অঙ্গ,নন্দিতা।

ন–কিন্তু, ভাস্করদা, এরকম জন্মেজন্মে হারিয়ে খোঁজা,আর খুঁজে হারানো নেই?

ভা–বড় কঠিন সমস্য। কিন্তু কই এ প্রশ্ন তো এর আগে কোনদিন জিজ্ঞাসা করনি নন্দিতা।

ন–গত জন্মে–

ভা–গত অঙ্কে–

ন–হাঁ, গত অঙ্কে অভিনয় করার পর হঠাৎ যেন মনে হল মানুষের কতকি হতে পারে।

ভা–চলো, দেরী করো না।

মা–বাঃ আপনিত আগে যাবেন।

ভা–ও,সরি, ভুলে গিয়েছিলাম।

মা–ভাস্করদার তা হলে ভুল হল একটা?

ভা–কত ভুল হবে মায়া–এইত সবে শুরু। পরের অঙ্কে নেমে হয়ত নতুন আর পুরানো নামেই গুলিয়ে যাবে।

(ম্যানেজারের নতুন পোষাকে পুনঃ প্রবেশ)

ম্যা–হ্যাঁ,নতুন নামগুলো মনে রাখবেন যেন। আচ্ছা, দাঁড়ান একবার সকলের নতুন নামে রোল কল করে নি। চম্পা?

মা–এই যে আমি এখানে।

ম্যা–শুভবর্দ্ধন?

ভা–আমি এখানে।

ম্যা– সুচরিতা?

ন–এখানে।

মা–ম্যানেজার বাবু আপনি কে?

ম্যা–আমি উদয়দেব, শুভবর্দ্ধনের সখা।

মায়া–কবি বুঝি?

ম্যা–দেখছনা পোষাক? কিন্তু মহামন্ত্রী কই? রোহিণী বাবু, রোহিণী?

রো–(আড়াল হতে)যাচ্ছি, একটু দেরী হবে–গেলাসটা শেষ করে যাচ্ছি।

৩৬

ম্যা–শীগ্ গীর আসুন।

রো–(আড়াল হতে)আচ্ছা যাই। (গ্লাস হাতে প্রবেশ)..চলো ভাই, তোমরা চলো। আমাকে বাদ দিলেই ত পারতে। আই কান্ট এপ্রুভ। ফের নন্দিতাকে ভাস্করের পার্টনার করে দিয়েছো? আবার নন্দিতা হাপুসনয়নে কাঁদবে–হয়ত সত্যি সত্যি কাঁদবে–আর মিছিমিছি ঐ কচি মেয়েটাকে (মায়ার দিকে নির্দেশ করে)নিয়ে ষ্টেজে বীভৎস রসের অবতারণা করতে হবে আমাকে। অসহ্য। রোল পাল্টাও ম্যানেজার।

ম্যা–এক এক রোলে প্লে করবার জন্য এক এক জনের জন্ম। একি আমরা ঠিক করতে পারি ভাই?–এ যেন নেসেসিটি।

রো–ড্যাম নেসেসিটি। (বসে পড়ল)

ভা–(রোহিণীর হাত হতে গ্লাসটি কেড়ে নিয়ে) উঠুন, রোহিণী বাবু, সাজ করে নিন।

ম্যা–এবার আবহ-সঙ্গীত শুরু হোক, তাহলে?

অস্টম দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চের আলো গাঢ নীল। ধীরে ধীরে বর্ষচক্র স্ফুট হতে স্ফুটতর হতে লাগল । ধীর গম্ভীর সুর ঝঙ্কার বেজে উঠলঃ সঙ্গে সঙ্গে ঋতু বালক ও ঋতু বালিকারা একে একে নিজ নিজ স্থান হতে নেমে এসে পৃথক পৃথক নৃত্যের পর একত্রে নৃত্য আরম্ভ করল। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের দেবীদ্বয় হাতের তম্ভ রেখে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার দ্বারা চলতি সুর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন–ইন্দ্র হেসে মুখ ফিরিয়ে নৃত্যরত ঋতুদের প্রতি চেয়ে রইলেন। নৃত্য ও সঙ্গীত চলতে লাগল।

ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্দামতা ও রঙ্গমঞ্চের আলো কমে আসতে লাগল। অবশেষে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল ও নৃত্যসঙ্গীত অস্ফুট হয়ে গেল।

(নেপথ্যে)(কেহ উচ্চৈঃস্বরে) রাজপুত্র উত্তরাপথের বৌদ্ধ রাজ্য জয় করে ফিরে এসেছেন। উৎসবের আয়োজন কর। উৎসবের আয়োজন কর ।

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদশিখরে রাজপুত্র শুভবর্দ্ধন ও মহামন্ত্রী–সময় রাত্রি–দুরে নগরী আলোক সজ্জায় ভূষিতা–আরও দুরে অন্ধকার বিরাট একটা স্তূপ– আলোকবিহীন স্তূপের দিকে শুভবর্দ্ধন চেয়ে আছেন। তাঁর পাশে মন্ত্রী দন্ডায়মান। প্রাসাদশিখর রত্নদীপে আলোকিত।

ম–দেশ আজ অন্ধকার থেকে আলোতে উপনীত হল রাজশ্রী। আপনার তরবারি সমগ্র উত্তরাপথের পুঞ্জীভুত অন্ধকারের আশ্রয়গুলোকে বল্মীক স্তূপের মত ধ্বংস করে দিয়েছে! (নিজের মনেই হেসে) বল্মীক স্তূপ! দংশন সামর্থ্যহীন লক্ষ লক্ষ, বিবর্ণ, বর্ণহীন পিপীলিকা! সৃস্টির, মিস্ট পদার্থে বিরাগী! কিন্তু পৃথিবীর এত বড় নিরীহ শত্রুর জাতি আর নেই! বেদকে নিঃশব্দে জীর্ণ করেছে এরা! বৌদ্ধস্তুপ নয়তো–বল্মীক স্তূপ! (উচ্চহাস্য).....

আপনি অন্যমনস্ক রাজশ্রী? (পুনরায়) আপনি অন্যমনস্ক রাজশ্রী?

শু–কী বলছিলেন মহামাত্য?আমার তরবারির উপাখ্যান? উপাখ্যানটা কেউ কোনদিন আমাকে খুলে বললে না। কিন্তু আজ ঐ দূরের প্রাচীন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ স্তূপের দিকে চোখ পড়তে মনে একটা চেনা আলোর চমক লাগল! মনে হল উপাখ্যানটা জানি, জানি, আমিও জানি। সহসা মনের রঙ্ ফিরে গেল।

ম–ঐ কালো ঢিপিটা? আগেই বুঝেছি। রাজশ্রী–ওটা একটা স্তূপীকৃত আলো অশুভ–দেরী নেই, আজকার উৎসব আলোকে ওর দেরী নেই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দেরী নেই।

শু–আমি শুভ অশুভের কথা বলছি না, মহামাত্য! তরলান্ধকার আকাশে রাহুগ্রস্ত চাঁদের অর্দ্ধাংশের মত দিগন্তে ঐ স্তুপের ক্ষীণকঙ্কন বলয়ার্দ্ধ দেখে মনে হল দিগন্তের নীচে ওর অপরার্দ্ধ উজ্জল। আর সেই প্রচ্ছন্ন অপরার্দ্ধের জ্যোৎস্নায় আমার অন্তর সমুদ্র উদ্বেল।

ম–রাজশ্রীর সব বিচিত্র–বিচিত্র আপনার এই বর্ত্তমান অনুভূতি।

শু–মহামাত্যের সকল অনুভুতিই কি বিচিত্রহীন?

৩৮

(প্রাসাদ শিকরে উঠবার সোপানে নূপুর ধ্বনি–কেউ চঞ্চল পদে উঠে আসছেঃ সেই নূপুরধ্বনি প্রাসাদের মধ্যে ঝম্ ঝম্ করছে)

ম–(অস্ফুটস্বরে) সব অনুভুতিই নিতান্ত দৈনন্দিন নয় রাজশ্রী! আছে– কারণহীন, দুর্ব্বোধ্য–এই দিনরাত্রি, এই দেহের শৃঙ্খলার বাইরেও অনূভুতি আছে–সামান্য সঙ্কেতে মনের কোনো গুপ্ত বাতায়ন সহসা খুলে যায় আর সেই বাতায়ন পথে ভেসে আসে নামহীন, গোত্রহীন স্মৃতির শিঞ্জিত।

(দ্রুতপদে রাজনর্ত্তকী চম্পার প্রবেশ)

চম্পা–রাজন্,রাজন্, রাজশ্রী।

শু–কী সংবাদ চম্পা?

চ–এই যে, আপনি অক্ষতদেহে বিরাজ করছেন রাজশ্রী? (উদ্দেশে নমস্কার করে) চক্রপানি, তুমি মঙ্গলময়।

শু–কী ব্যাপার চম্পাবতি?

চ–নৃত্যসভায় আপনার অপেক্ষা করছিলাম, মৃদঙ্গে প্রথম আঘাত পড়তেই নগর শিবিরে সে কী কোলাহল!– ছুটে পথে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম–

শু–কী দেখলে চম্পা?

চ–দেখলাম অশ্বারোহী সৈন্যেরা, রাজপথে পাতা উৎসব আসরগুলোকে ভেঙে, বিহ্বল নাগরিক নাগরিকাদের মথিত করে, ছুটে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে গেল। বীণা, মৃদঙ্গ অশ্বখুরের আঘাতে ভেঙে চুরমার হল

রাজশ্রী।–এই যে, আপনিও এখানে মহামাত্য। আমি ভেবেছিলাম–

ম–তুমি বুঝি ভেবেছিলে মহামাত্য কাল্পনিক ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত?

চ–আমাকে কোন কিছু বলতে বাধ্য করবেন না মহামাত্য।

ম–নর্তকী, তুমি মহারাজের বহুপোষ্যার মধ্যে একজন। রাজশ্রীর জন্যে এতটা উদ্বিগ্ন হবার অধিকার তোমার নেই, নর্তকী। তুমি কি রাজশ্রীর?–

শু–থাক্, মহামাত্য, ও আমার প্রিয়পাত্রী। কিন্তু কী ব্যাপার, মহামাত্য?

ম–(দুরে অন্ধকার স্তূপটির দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে)অতি লঘু ব্যাপার রাজশ্রী। (সোল্লাসে) হয়েছে। হয়েছে। অন্ধকার থেকে আলোতে। অন্ধকার থেকে আলোতে।ঐ দেখুন রাজশ্রী, জ্বলছে। শুষ্ক বেতস স্তূপের মত জ্বলছে। সমস্ত আকাশটা হাসছে মহারাজ। আজকার

আলোকসজ্জা সম্পূর্ণ হল।

(নেপথ্যে) জয় মহারাজ শুভবর্দ্ধনের জয়। জয় মহারাজের জয়।

শু–জয়ধ্বনি বন্ধ করতে আদেশ করুন, মহামাত্য। আপনি ভুল করেছেন। ঐ উদ্যত অগ্নিশিখা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ চেটে নিচ্ছে! ঐ উত্তরাকাশের মত আমার অন্তরাকাশ ঝলসে গেল!

চ–বিশ্রাম কক্ষে চলুন, রাজশ্রী।

শু–চলো চম্পাবতি। (অমাত্যের দিকে) আজকার কোনো রাজকার্য্য অসমাপ্ত আছে মহামাত্য?

ম–না, রাজশ্রী।

শু–প্রাসাদ ত্যাগ করবার আগে উদয়দেবকে আমার বিশ্রাম কক্ষে পাঠিয়ে দেবেন।

ম–যে আজ্ঞা, মহারাজ। (প্রস্থান)

শু–দেখতো চম্পা, ঐ স্তূপটার দাহ শেষ হল কি না? আমি দেখতে পারছি না। তাই মুখ ফিরিয়ে আছি–মনে হচ্ছে না এখান পর্য্যন্ত উত্তাপ আসছে?

চ–দাউ দাউ করে এখনো জলছে। উত্তাপ কি এখান পর্য্যন্ত আসে রাজশ্রী? প্রায় অর্দ্ধ যোজন দূর। আর, আজকার রাত্রি স্পর্শশীতল –পায়ের নীচে মর্ম্মরখন্ডগুলি শিশিররাত্রে চন্দনদ্রব্যের মত হিম। উত্তাপ? কোথাও উত্তাপ নেই, রাজন।

শু–আমার হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে চিতার উত্তাপ, চম্পা।

চ–চক্রপানি, রক্ষা করুন।

শু–চলো,চম্পাবতি।চলো, এই উত্তাপ থেকে সরে যাই চলো।

(নাববার সোপানের সম্মুখের রত্নদীপাধারে উজ্জল প্রদীপ, নাববার মুখে চম্পা ফুঁ দিয়ে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল)

চ–এই দীপটার জ্বালাই হয়ত রাজশ্রীকে ব্যথিত করছিল–

শু–অন্ধকারের কোনো ব্যথা নেই, ব্যাথা চম্পাবতি। অন্ধকারের নিম্নগামী সোপানের মত সুগমও কিছু নেই।

চ–এই দিক দিয়ে রাজশ্রী। এই দিক দিয়ে।..আমার হাত ধরুন।

শু–তোমার হাত কী শীতল চম্পা।

চ–(অস্ফুটস্বরে)এই সোপান শ্রেনীর যেন শেষ না হয়।

৪০

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্টেজ অন্ধকার)

–"অন্ধকারে ডুবে বসে আছো কেন, সখা"

–"উদয়ের প্রতীক্ষায় বন্ধু।"

–"প্রতিহারি দীপ নিয়ে এসো।"

(প্রতিহারি বহুদীপ সম্বলিত বৃহৎ দীপাধার এনে কক্ষ মধ্যে স্থাপিত করে চলে গেল–কক্ষ আলোকিত হলে দেখা গেল শুভবর্দ্ধন শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট–শয্যাধারের একপাশে চম্পাবতী আনতমুখী হয়ে উপবিষ্টা–দ্বারে উদয়দেব দাঁড়িয়ে)

উদয়–আশ্চর্য্য এই দীপ, বন্ধু। আবির্ভাবেই একটা অভিনব সংস্থান প্রকট করে দিল। (প্রবেশ করে)

চম্পা–আমার সংস্থান, উদয়দেব? সেটাই কি অভিনব? ভুল আপনার উদয়দেব। আমার অধিষ্ঠান চিরদিনেই প্রত্যন্তে–দুর্গের অভ্যন্তরে আমার প্রবেশ নেই। আমার বিচরণক্ষেত্র দুর্গের বাইরে–দুর্গচ্ছায়ার প্রান্তে প্রান্তে (রাজশ্রীর বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে) ঐ দুর্গ গবাক্ষের যে কপোতী সে এখনো অনাবিস্কৃত আকাশে অদৃশ্য– আমি এসেছিলাম রাজশ্রী অসুস্থ ছিলেন বলে।

উ–(কোমল কণ্ঠে) থাক্, চম্পা, থাক। আর একদিন তোমার এই কথার সম্পূর্ণ অর্থ বোঝবার প্রয়াস করব–আজ থাক্ (শুভবর্দ্ধনের দিকে ফিরে) কিন্তু, অসুস্থ কেন?

শু–সেই কেন'টা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বলেই এই অসময়ে তোমাকে ডেকেছি, বন্ধু। সেই কেন টা নিজে জানলেত' বৈদ্যকে ডাকতাম।

উ–সেইজন্য চম্পাকেও ডেকেছিলে?

শু–হাঁ, এই জন্যে চম্পাকেও ডেকেছিলাম। তুমি আসার আগে নিস্প্রদীপ অন্ধকারে চম্পাকে সমস্ত বলেছি–চম্পাকে জিজ্ঞাসা করো উদয়দেব।

উ–তুমিই বল চম্পা, রাজশ্রীর অসুস্থতার কারণ বল।

চ–অদ্ভুত কাহিনী, উদয়দেব! বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার পর এক পূর্ণিমা রাত্রে রাজশ্রী স্বপ্নে দেখলেন নগরীর বাইরে বৌদ্ধস্তূপে–কী বলব রাজশ্রী?

শু–যে নামে অভিহিত করবে তাই সত্য হবে।

চ–দেখলেন,নগরীর বাইরের বৌদ্ধ স্তূপে তাঁর জন্মজন্মান্তরের অন্তর সহচরীকে– স্বপ্নের প্রদোষে–নিদ্রা আর জাগরণের সন্ধিতে তাঁকে চিনতে পারলেন না–কিন্তু অতি পরিচয়ের একটা আভাস তাঁর মনকে সেই রাত্রি থেকে বিধুর করে ছিল–ঠিক বলা হল,রাজশ্রী–?

শু–ঠিকই হল চম্পা।

উ–তারপর?

চ–তারপর আজ রাত্রে মহামাত্যের আদেশে সেই স্তূপের দাহ–স্তূপ যত পুড়তে লাগল রাজশ্রী বললেন তাঁর অন্তর তত পুড়ে যেতে লাগল। এখন তিনি কোনো আলোক সহ্য করতে পারছেন না–তাই অন্ধকারে তাঁর নিজের কুন্ডল বিচ্ছুরিত কিরণকে মাত্র সম্বল করে আপনার অপেক্ষায় বসেছিলেন।

শু–তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম,উদয়। এই বিকার থেকে আমাকে উদ্ধার কর,বন্ধু। এ এক সাংঘাতিক বিকার উদয়দেব–যে বিকারের কোনো ইন্দ্রিয়গোচর উপলক্ষ্য নেই সে বড় সাংঘাতিক বিকার–আমার এই উপলক্ষ্যহীন বিকার নস্ট কি করে হবে উদয়দেব? চোখ মুদলে দেখতে পাই–সেই স্তূপ দাউ দাউ করে জলছে, আর সেই বহ্নি সম্পৃক্ত ধুম–কুন্ডলীর মধ্যে–

উ–(বাধা দিয়ে)তার তপ্ত কাঞ্চন তনুর অংশে অংশে তাম্রবর্ণের কলঙ্কের উদয় হচ্ছে। সহসা একটা স্পর্শবিহ্বল অগ্নিশিখার চুম্বনে তার চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল।এই ত। আমি তাকে চিনি শুভবর্দ্ধন–সে অন্ধ হলেও এখনও জীবিত।

চ–রাজশ্রীর স্বপ্নমূর্ত্তি সত্য?

উ–রাজশ্রীর স্বপ্ন কি ব্যর্থ যায় চম্পাবতী?

শু–সে কোথায়? সে কোথায় উদয়দেব?

উ–আমার আশ্রয়ে, শুভবর্দ্ধন; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শু–(ধীরে ধীরে) অন্ধ হয়ে গেল?

উ–(হেসে)হাঁ, তোমাকে দেখবার আগে অন্ধ হয়ে গেল সে? তা না হলে নাটকের এই খানেই যে ছেদ পড়ে, বন্ধু।

চ–কি নাম তার, উদয়দেব? খুব রূপবতী?

৪২

উ–নাম, সুচরিতা কৃচ্ছ্রসাধনায় পান্ডুর তার বর্ণ–ইদানীং আবার অন্ধও। হেথা হোথা পান্ডুর দেহে দাহের ক্ষত চিহ্ন–তার,ভাই, প্রদোষের রূপ। যেমন তোমার মধ্যাহ্নের। আমি তার নূতন নাম দিয়েছি; প্রদোষবতী। (শুভবর্দ্ধনের দিকে) তাকে দেখতে চাও?–দিগ্বিজয়ী বীর, তাকে জয় করা সহজ হবে না যে, ইন্দ্রিয়পথে তোমার কন্দর্পের মত রূপ তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হত সে পথ অদৃষ্ট বন্ধ করে দিয়েছে–আর, লোকাচার এক দুস্তর ব্যবধানের খাদ কেটে দিয়েছে তোমার আর তার মাঝখানে–সে শুধু বৌদ্ধ নয়, সে জাতিতে শবরী।

চ–শবরী? তুমি আশ্রয় দিলে উদয়দেব? ব্রাহ্মণরা জানলে তোমাকে পতিত ক'রবেন, উদয়দেব।

উ–চম্পাবতি, পতিত ক'রলে মাটিতেই পড়ব, ঊর্ধে কিছুই চিরকাল থাকে না।–বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি পাতা পড়ছে এই মাটিতে–কত ফুল, কত ফল পড়ছে, কত শত বারিবিন্দু পড়ছে,আর কত লক্ষ উল্কা। আমি ত মাটিতেই পরে আছি চম্পা।

চ–তুমি নগরীর মধ্যস্থল থেকে বহিস্কৃত হবে, বিষ্ণু মন্দিরের ছায়ার বাইরে বিতাড়িত হবে!

উ–এতদিনে প্রাসাদের কাণাচে ছিলাম, এইবার তা হলে মুক্তি পাবো।

শু–উদয়দেব। নাঃ,থাক।

উ–কী বল? তুমি রাজা, তোমার দ্বিধা কেন?

শু–তুমি যদি এই শবরীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ো, উদয় দেব? একত্র বাস যে অনুরাগের প্রথম অধ্যায়।

উ–(হেসে) অনুরাগ! অনুরাগই হবে। স্ফটিক কক্ষের মত আমার মন; সন্নিহিত বর্ণের রাগে রঞ্জিত হয় সে। তোমারও তাই হয়, তুমি বুঝতে পারো না।–যে প্রশ্নের সমাধানের ব্যাকুলতায় আমার সহায়তা চেয়েছিলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাই।

–আচম্বিতে জন্মজন্মান্তরের আকাশ থেকে স্খলিত যে কিরণ তোমার মনের স্ফটিক কক্ষে ধরা পড়ে গেছে, সে মিথ্যে নয়–তাকে অবিশ্বাস করো না। সান্নিহিতের রাগে রঞ্জিত তোমার মনে সহসা দূরাগত রশ্মির যে আভা পড়ে হারিয়ে গেল না, মিলিয়ে গেল না, সে রশ্মির কেন্দ্র

তোমার অনন্ত জীবন আবর্ত্তের কোথাও না কোথাও নিহিত–তাকে অবিশ্বাস করো না।

শু–অবিশ্বাস ক'রবো না?

উ–না। অদ্ভুত আতসী কাঁচ এই মানুষের মন–কাল কালান্তরের নস্ট পরিচয়, পথিভ্রষ্ট কিরণকে সংহরণ করে সে দীপ্তিমান–মনে হয়,মাত্র সন্নিধানের বর্ণ সমাবেশই সত্য, কিন্তু এ মনে হওয়া মিথ্যে–

চ–(স্বগতঃ) সন্নিধানের বর্ণ? আমি কি তবে মাত্র সন্নিহিত বর্ণ?

উ–(রাজার প্রতি) কাঁচে কাঁচে পার্থক্য আছে ভাই, মনে মনেও;কোনো মন ধরে কল্পান্তের রশ্মি–কোনো মনে গৃহকোণের প্রদীপের আলো ছাড়া দূরতর কোনো আলোই ধরা পড়ে না।

(রাজশ্রী নির্ব্বাক)

উ–আজ আসি ভাই। সুচরিতা একা আছে–অন্ধত্ব তার এখনও সয়ে যায় নি। মানুষের কথায় কথায় বিশ্বের বর্ণ সে চিনতে শিখছে। আসি ভাই–প্রয়োজন হলে ডেকো। আমি তোমার চির আজ্ঞাবহ, রাজশ্রী।

(প্রস্থান)

চ–(দৃঢ়স্বরে) মিথ্যে, মিথ্যে, কবিকল্পনা।স্বপ্ন, রেশমের ফাঁস–যত সে ফাঁস নিয়ে টানাটানি করি ততই জড়িয়ে যায়–আমারও মন এমনি একটা রেশমী ফাঁসে জড়িয়ে গেছে, কত টানাটানি করছি মনকে খুলে নিতে, পারছি না। তা না হলে এমনি করে–(গাঢ়স্বরে)এমনি করে–?

শু–তাই হবে চম্পা–তাই হবে। মিথ্যেই হবে। মিথ্যা না হলে উদয়দেবের–(নির্ব্বাক)

চ–(স্বগতঃ) হয়ত সত্যি। তা না হলে এমনি করে কিরণ-পথে-পরমাণুর মতো তোমার দৃষ্টিপথে আমার মন নাচে কেন?– কী নিষ্ঠুর খেলাচ্ছলে নির্দ্দয় অদৃষ্ট তোমার সঙ্গে আমাকে এক গ্রন্থীতে বেঁধে দিয়েছে।–কিন্তু, তুমি রাজা,আমি নর্তকী; তুমি প্রশ্ন,আমি উত্তর–কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর নেই।

শু–মিথ্যেই হবে চম্পা। তা হোক–তুমি একবার সুচরিতার কাছে যাবে?

চ–আমি যাব কেন?আপনার দূতী হয়ে?–

৪৪

(সহসা নীচু হয়ে পায়ের নূপুর জোড়া খুলে রাজশ্রীর পদপ্রান্তে রেখে) আমার প্রতি আপনার প্রসাদ প্রত্যাহার করুন, রাজশ্রী।–আমি পেরে উঠছি না।

শু–(চম্পার হাত ধরে তাকে উঠালেন) চম্পাবতি।আমাকে ভুল বুঝো না। মনোবিকারে আমি এখনও অধীর হইনি।

চ–আমাকে ক্ষমা ক'রবেন রাজশ্রী, আমার এইটুকুই যথেষ্ট। এই এক নিমেষের কোমল আহ্বান। আমার অদৃষ্টে নিমেষের মধু–অন্যকার ভাগ্যে প্রহর-প্রহরান্তরের নিরবচ্ছিন্ন প্রসাদ, তা নিয়ে আর ভাবব না! ক্ষমা করুন রাজশ্রী।

শু–ক্ষমা করলাম, চম্পাবতি।

চ–আমি যাবো,তার কাছেই যাবো। আপনার দূতী হয়ে যাবো। কি বলব রাজশ্রী?.."তোমার স্তুপ আমার কাছে মৃত্তিকার মন্ড নয়, সে যেন কল্পলোক থেকে আমার জন্মজন্মান্তরের বৃহৎ ভাগ্যফলের মত ভেসে এসে আমার রাজ্য-সীমায় ঠেকেছিল।"–এই বলব?..আর, রাজশ্রী, বলব কোন ভঙ্গীতে? আমার ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে নতজানু হয়ে?

শু–(ঈষৎ অধীর) সব কথাত' শুনেছ? অন্ধকারে বসে বসে সব কথাই তো বলেছি তোমাকে? যা সত্যি, তাই বলবে। না,না,তাই বলে ভেবোনা, আমি কারো প্রাণয়াকাঙ্খী! (কৃত্রিম উৎসাহের সাথে) উদয়দেবের মনকে সরস পেয়ে পরভোজী লতার মত অন্ধার প্রণয় যেন 'উদয়দেব'কে না বেঁধে ফেলে।–তুমি, আমার হয়ে আমার প্রণয়ের আলেয়া জ্বেলে রাখবে তার সম্মুখে, যেন কোনোদিন উদয়দেবের প্রতি তার অনুরাগ না জন্মে–বুঝলে চম্পা?–উদয়দেব আমার সখা। তার অনিষ্ট হতে দিতে পারিনে। বুঝলে,চম্পা?

চ–(ঈষৎ ব্যথিত) (স্মিতহাস্যে) বুঝলাম, রাজশ্রী। আজ অধীনাকে চ' লে যেতে আদেশ করুন।

শু–আচ্ছা। এখন যাও চম্পা। কাল অপরাহ্নে সুচরিতার কাছে যেও।

(চম্পার প্রস্থান)

চ–(যেতে যেতে) কে নট নয়? কে নটী নয়?

তৃতীয় দৃশ্য

ভিক্ষুনীর বেশে সজ্জিতা সুচরিতা, কিন্তু আলুলায়িত কেশদাম অক্ষুণ্ণ;দুই চক্ষু বস্ত্রখন্ডে বাঁধা; প্রথমে বসেছিল, উঠে ধীরে ধীরে হাত্ ড়িয়ে বাতায়নে দাঁড়াল(বাতায়ন পথে রাজপ্রাসাদের চুড়া দেখে যাচ্ছে) এমন সময় পদলগ্ন নুপুরের শব্দ যথাসম্ভব সংযত করে ধীরে পদে চম্পাবতীর প্রবেশ।

চ–(বিস্ময়ে স্বগত:) এই শবরী? এই ত রাজশ্রীর ছেদহীন প্রহর– প্রহরান্তরের অধিশ্বরী। সার্থক রাজশ্রীর স্বপ্ন! সার্থক তাঁর অলক্ষ্যে যাঞ্চা।

সু–(নূপুরের শব্দে চকিত)কাকে নিয়ে এলে, উদয়দেব?

চ–একজন একলাই এসেছে, সুচরিতা; উদয়দেবর অপেক্ষা রাখে নি? ক'জনের পদধ্বনি শুনলে? না, উদয়দেবের পদশব্দ সর্ব্বক্ষণ কানে বাজছে?

সু–(স্মিতহাস্যে) তিনি প্রায়ই নিঃশব্দচরণে আসেন। সব সময় বুঝতে পারিনে কখন এলেন আর কখন চলে গেলেন।

চ–তাঁর চরণনিম্নত' কপোতকণ্ঠের মত কোমল নয় ভাই?–তুমি বোধহয় দিনরাত্রি আনমনা থাকো।

(সুচরিতা ইতিমধ্যে ঘরে ইতস্ততঃ হাত্ ড়িয়ে খুঁজে একখানি আসন হাতে নিয়ে)

সু–চোখে দেখতে পাইনে, আপনার আসন কোথয় পাতব?

চ–(সুচরিতাকে টেনে বুকের কাছে ধরে তার বুকে একখানি হাত রেখে)এইখানে পাতো ভাই।

সু–(চম্পার চোখমুখবুক হাতের স্পর্শে অনুভব করে)তুমি ভারী সুন্দর।
(আর একবার হাতের স্পর্শে অনুভব করে)
তুমি আমার আপনজন। আমার আঙ্গুল বলছে তোমাকে চিনি,চিনি– তোমার নাম কি ভাই?

চ–চম্পা,রাজার নর্তকী।

সু–(পিছু হটে) রাজার নর্তকী?

চ–হাঁ, মহারাজ শুভবর্দ্ধনের নর্তকী,যে রাজা–

সু–থাক্, থাক্, সে প্রসঙ্গে কাজ নেই।

৪৬

চ–যে রাজা তোমার চোখে আলো নেই বলে নিজের চোখেকে আঁধারে মগ্ন করে রেখেছে। যে রাজা তোমার আশ্রয়কে পুড়িয়ে নিজের হৃদয়কে নিরাশ্রয় করে তোমার হৃদয় দেহলীতে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়েছে– আমি সেই রাজার নর্তকী।

সু -কী বললে, রাজনর্ত্তকী? "আমার হৃদয় দেহলীতে ভিক্ষুকের মত?"

(ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল)

তুমি কাকে কী বলছ নর্ত্তকী? তোমারত চোখ আছে। দেখছনা, আমি বুদ্ধের দাসী।

চ–দেখছি ভাই। আরো দেখছি, তোমার দুর্ব্বার কপালে কুন্তলচূর্ণ, দেখছি পুর্ব্বজন্মের লোভের মত কালো তোমার কেশদাম! সর্পিল অসংখ্য ঈশারা এত' ভিক্ষুণীর বেশ নয়,ভাই?

(সুচরিতা লজ্জিতা)

লজ্জা পেলে? লজ্জা কীসের ভাই?

সু–এই কালো কেশদাম কেন কেটে ফেলে দিতে পারিনি তা আমি নিজেই বুঝিনি ভাই!

চ– তোমার মাথার ঐ বিধি দত্ত অজস্রে আর্শীর্ব্বাদকে উপেক্ষা ক'রে লাভ হত না।

সু–আমি পারিনি–নিজেকে একেবারে শীতরিক্ততরুর মত বিরাগী সাজাতে কেন পারলাম না তাও জানি না।

চ–ভাল করেছো। রুপের একটী পল্লব এখনও ধরে রেখেছে।

সু-ভাল করেছি কি মন্দ করেছি জানিনে।–তবে এ আমার ইচ্ছা– অনিচ্ছা দুয়েরই বাইরে–

চ–সুচরিতা, একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে ভাই?

সু–বুঝলে নিশ্চয়ই, যদি উত্তরটা আমার জানা থাকে।

চ–বিহারের মধ্যে তোমার কক্ষ থেকে রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ত?

সু–হাঁ।

চ–এই রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে কোনদিন কোন দিবাস্বপ্ন রচিত হয়নি তোমার মনে?

সু–বহুদিন হয়েছে।

চ–সেই দিবাস্বপ্ন কীসের স্বপ্ন, সুচরিতা?

সু–এটুকু আমার নিজস্ব ভাই, কেড়ে নিওনা। আমার মধ্যে নিভৃতে এইটুকু, বাকী সব জানাজানি আসরের আলাপের মত।

চ–তবে শোনো, বলি–তুমি যেমন প্রাসাদকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা করেছো আমি তেমনি তোমার স্তূপ নিয়ে স্বপ্ন রচনা করেছিলাম– একই ইন্দ্রজাল দুজনকে স্বপ্ন দেখিয়েছে–তোম্ার স্তূপ আমার কাছে মৃত্তিকার মন্ড নয়–সে যেন কল্পলোক থেকে আমার জন্মজন্মান্তরের বৃহৎ ভাগ্য-ফলের মত ভেসে এসে আমার রাজ্যসীমায় ঠেকেছিল,চিরসৌভাগ্যের স্বপ্নগোলক–যেদিন সেই স্তূপে আগুন জলল–সেদিন তার দূরাগত তাপে আমার চিত্ত যেন চিতাগ্নিতে ঝলসে গেল–অজ্ঞাতকুলশীল তুমি, অদেখা তুমি, তোমাকে চেয়েছি–না দেখে চেয়েছি–ইন্দ্রিয় তোমাকে স্পর্শ ক'রবার আগে তুমি ইন্দ্রিয়ের আড়াল দিয়ে হৃদয়কে অধিকার করেছো –আমার দিগ্বিজয়ের বিপুল গৌরব তোমার হৃদয়রাজ্যের সীমানায় প্রতিহত হয়ে খান খান হয়ে গেল। অদৃষ্ট বিরুপ; তা না হলে তুমি অন্ধ হবে কেন? তোমার ইন্দ্রিয় আমার প্রতি পরাঙ্মুখ হবে কেন? তবু জানি, তোমার ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছায় পরাঙ্মুখ হয় নি–কোনো অদৃশ্য, কুটিল,মানুষের সুখে অসহিষ্ণু, সৃষ্টির আনন্দে পরাঙ্মুখ দুরিতের দেবতা তোমার ইন্দ্রিয়কে অন্ধকারে পথভ্রষ্ট করে দিতে চেয়েছে! আমিত' ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমাকে চাইনি, সুচরিতা, আমি ইন্দ্রিয়ের আড়াল দিয়ে তোমার হাতের কাছে হাত বাড়িয়েছি, আমাকে ফিরিয়ো না। (বলে চম্পা উঠে সুচরিতাকে জড়িয়ে ধরল)

সু–তোমাকে ফিরোব কেন ভাই? কিন্তু, এ কার কথা তুমি আবৃত্তি করে গেলে?

চ–আমি তাঁর ছায়া, সুচরিতা! আমি তাঁর হাতের পুতুল, তুমি তাঁর হৃদয়েশ্বরী–সর্ব্বক্ষণ তাঁর চোখের উপর থেকেও আমি তাঁর কয়েকটি নিমেষমাত্র অধিকার করতে পেরেছি, আর দেখা না দিয়ে তুমি তাঁর জীবনের প্রহরের পর প্রহর অধিকার করেছো। আমি তাঁর দূতী । তিনি বসন্ত, তুমি ফুল,আমি ভ্রমর।–বসন্তের ভ্রমরের মত জন্মজন্মান্তরে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে ফিরেছি–কিন্তু সে আমার হয়নি–তাঁর হৃদয় পাত্রের সমগ্র সোহাগ একটি ফুলের কূপে উজার করে ঢেলে দিয়েছেন! –তিনি রাজা, তিনি আমার রাজা, তিনি তোমার হৃদয়ের রাজা।

৪৮

সু–রাজা? তাঁর সৈন্য, তাঁর সেনানী, আমার–

চ–তাঁর অজ্ঞাতে এ তাঁর মহামাত্যের কীর্ত্তি, বোন। তিনি নিরপরাধ–এ তাঁর অদৃষ্টের শত্রুতা।

সু–তিনি বৌদ্ধদ্বেষী, চম্পাবতি।

চ–নিজের অজ্ঞাতে তিনি ভারতের বৌদ্ধ বিহারে তাঁর বিরহিনীকে সন্ধান করেছিলেন–কোথাও সন্ধান পাননি, তাই ধৈর্য্যহীন ক্ষোভে পাথরের স্তূপ কটাকে চূর্ণ করে দিয়েছেন–যেন সেই পাথরেরই অপরাধ। তাঁকে ভুল বুঝো না, সুচরিতা।

সু–এই সেদিনের দারুণ দুর্ঘটনা? সে কি অদৃষ্টের অভিনয়? সেই অভিনয় মুখোসের আড়ালে অদৃষ্টের নয়নে এত প্রসন্নতা, এত আশীর্ব্বাদ? –হয়ত পরিহাস।

চ–পরিহাস? এ প্রশ্ন আমাকে করছ কেন, বোন? নিজেকে এই প্রশ্ন করো। (অদুরে নানা বাদ্যযন্ত্রের বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট আওয়াজ)

সু–উদয়দেব আসছেন। ঐ তাঁর সঙ্কেত।

চ–অদ্ভুত সঙ্কেত!

সু–তিনি আসবার সময় তাঁর হাতের সামনে যে বাদ্যযন্ত্র পড়ে তাতেই ঈষৎ আঘাত করে আসেন। তিনি আমার ঘরেই আসবেন বোধ হয়।–সন্ধ্যা হয়েছে চম্পা?

চ–(সহসা বাতায়ন পথে চেয়ে) তাই ত। কখন দিনের আলো ফুরিয়েছে বুঝতে পারিনি!

সু–এই সময় উদয়দেব আসেন–এই সময়টা তিনি আমার পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করি।

চ–আচ্ছা, আমি আসি ,সুচরিতা–আবার কাল আসব।

সু–(প্রণাম করে)ভুলে যাবেন না যেন,

চ–ভুললে যে চলবে না, সখি।

(প্রস্থান)

(বাইরে)

উ–এই যে,চম্পাবতি? তপনের কিরণ, তুমি বুঝি সন্ধ্যাবেলায় কমলিনীর কাছে থেকে বিদায় নিলে?

চ–(চলতে চলতে) কিন্তু, কুমুদপতি, তুমি কমলিনী সকাশে কেন? তোমার কুমুদিনী এখনও অসম্ভরের সরসীপঙ্কে।–অন্তত: কহলারের সঙ্গ নাও।

উ–(হেসে) নেব কহলার, যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন তোমার সঙ্গই নেব।

(প্রস্থান)

চ–(চলতে চলতে) কহলার? অদৃষ্টের কথা জিহবাও জানে। আমি কমলিনীও নই, কুমুদিনীও নই। অন্ড্রের চপল বায়ুতে সংসারসরসী-নীরে অবিচ্ছিন্ন নৃত্য। এই ভালো। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাত্রি–প্রাসাদে অভ্যন্তরের অঙ্গন–রাজার বিশ্রাম কক্ষ হতে চম্পা বেরিয়ে এল।

চ–ক্লান্তি! ক্লান্তি! ক্লান্তি! অজস্র ক্লান্তি। শুধু পরিচর্য্যা। সুরে বাদ্যে নৃত্যে উত্তেজিত স্নায়ু কশাঘাত করে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু তার আমার মাঝখানে আছে স্বচ্ছ কাচের প্রাচারের মত ব্যবধান, সেই প্রাচীরে আঘাত খেয়ে নিদারুন ব্যথায় ইন্দ্রিয়েরা ফিরে আসে। কী যন্ত্রণা। চক্রপানি, এ যন্ত্রণা আমি সইতে পারিনে। আমকে মুক্তি দাও!....তোর মন নিরস্ত হয় না কেন চম্পা? পারিনে, নিরস্ত করতে পারিনে। সেই স্বচ্ছতার ওপাশে তার মনোহরণ রূপ কেবল আমাকে আকর্ষণ করে। অজস্র ক্ষুব্ধ সাপের মত স্নায়ুরা দংশনে দংশনে আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আর পারিনে! কেবল পরিচর্য্যা। মিথ্যাচার। কেবল মিথ্যাচার। সমস্ত স্নায়ু যার জন্যে উচ্চৈ:-স্বরে কাঁদে তারই দেহের কিনারে সন্তর্পনে সঞ্চরণ। এ আমি পারিনে ঈশ্বর! আর পারিনে! আমাকে মৃত্যু দাও! মৃত্যু দাও! (একটি স্তম্ভের উপর পড়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন)

(সহামাত্যের প্রবেশ)

ম–(স্বগত;) নর্তকী সুরায় বিবশ। (বাইরে) এত' ভালো নয়, নর্তকী।

চ–(হেসে) আপনারও এ ভাল নয়, মহামাত্য। মধ্যরাত্রিতে মহারাজের বিশ্রাম কক্ষের আশে পাশে আপনার সঞ্চরণ, এও ভালো নয়।

৫০

ম–(বিরক্ত) উ: (সংযত) নাচবার অধিকার তোমার পা'এর তোমার জিহ্বার নয়। স্থির হও, শোন, তারপর সসম্মানে উত্তর দাও।

চ–গভীর রাত্রিতে নারীসঙ্গ মহামাত্যের এত প্রিয়?

ম–(সংযত হয়ে))শোনো চম্পা,রাজশ্রী শুধু রাজা নন, তিনি ধর্ম্মরক্ষক, তিনি বেদের বাহু, তাঁকে কলুষিত করো না। প্রজাসাধারণ ধর্ম্মধ্বংসের ভয়ে বিনিদ্র। দেখছ না, আমি বিনিদ্র।

প্রজাসাধারণ স্বাধীনতা পেলেপ্রকাশ্য রাজপথে তোমার দেহকে পিষ্টকের মত খন্ড খন্ড করে কেটে শকুনদি'কে বিলিয়ে দেবে–তুমি নূপুর রেখে দাও –নগ্ন পদে কোথাও

দাসীবৃত্তি বরন করে আত্মরক্ষা করো গে–প্রাসাদের ছায়া ছুঁয়ো না।

চ–নিজের বক্তৃতাকে এত দীর্ঘ করবেন না, মহামন্ত্রী–অদৃশ্য দেবতাদের কর্ণপীড়া জন্মাবে–আমার বক্তব্যটাও শুনুন–কলুষিত? কলুষ তুমি চেননা ব্রাহ্মণ, চিনলে নিজের মনের বালাই নিয়ে আত্মহত্যা করতে। ধর্ম্ম তুমি চেননা, ধর্ম্ম তোমার ভোগের পর আচমনের কমন্ডলু নয়! বেদ তুমি চেননা, বেদ তোমার মস্তকের শিখা নয়।–আর, বলছ "বিনিদ্র"। পেচকের নিদ্রা নেই, নিদ্রা নেই সাপের–নিদ্রা নেই লালসার–তাই তুমি বিনিদ্র–পিষ্টকের মত খন্ড খন্ড করে বিলিয়ে দেবে? মিথ্যে।–তুমি এত বদান্য নও, মহামাত্য, যে ইচ্ছার স্বাধীনতা পেলে তুমি আমার এই দেহকে খন্ডিত হতে দেবে। পারলে, গুপ্ত অন্ধকারে বুভুক্ষু কুকুরের ক্ষুধায়–আমার এই দেহকে পৌষের একটী অখন্ড পিষ্টকের মত একাকী আস্বাদন করতে! সে আমি জানি! –নগ্নপদে দাসীবৃত্তি? কেন? কোনোদিন দেখেছো মহামাত্য, রুপসী দাসীবৃত্তি নেয়?–স'রে যাও, পথ ছাড়ো। সরে যাও–

(মহামাত্য চকিতে অস্ত্র বের করে সোজা চম্পার বুকের উপর স্থাপন করলেন, তারপর কী মনে করে অস্ত্র সরিয়ে নিলেন।

ম–না, এদেশে তোমাকে বধ করব না! তোমার শব স্পর্শ করলে কামুকতায় আমার দেশের পশু নিদ্রা ভুলে যাবে–পক্ষীকুল কলরব ভুলে-যাবে। তোমার ভস্ম এই মাটিতে মিশলে এই মাটিতে মানুষ জন্মাবে না, অনন্তকাল ধরে শুধু ছাগ জন্মাবে। তোমাকে বধ করব দেশের সীমানার বাইরে মহাসাগরের ব্যবধানে–যেন মহাসাগরের বারিরাশির বাধায় প্রতিহত হয়ে তোমার কামুকতার আগুন এই সনাতন মৃত্তিকাকে

স্পর্শ না করে–তোমাকে সমুদ্রপারে পাঠাবো–সেখানে কোনো যবন
নগরীর সমাধিক্ষেত্রের পাশে বধ করব–কিংবা সেকেন্দরের সৈন্যদের
উত্তর পুরুষদের মধ্যে তোমাকে বিলিয়ে দেবো–পাপ! পাপ! পাপ!
মহা পাপ! এত বড় পাপ, এই নারী!
(চম্পা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতে)
পালিয়ে যাবে?চঞ্চল হচ্ছে কেন?
চ–(দাঁড়িয়ে) না। পালাবো কেন? চম্পা ইতিপূর্ব্বে বহুবার ম'রেছে–
এজন্মের শেষটা কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হবে না? চঞ্চল হ'চ্ছি কেনো
জানো, ব্রাহ্মণ? মনে হ'চ্ছে তোমার কুৎসিত কথাগুলো কালো কালো
সাপের মত চতুর্দ্দিকে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে---অঙ্গে যেন সাপের গায়ের
স্পর্শ লাগছে–তাই ইতস্তত স' রে দাঁড়াচ্ছি! কী তোমার মুখ, ব্রাহ্মণ,
যেন সাপুড়ের ঝাঁপি। (রঙ্গমঞ্চের ছায়ান্ধকারে কয়েকটি বীভৎসভাব
মানুষের আবির্ভাব, চম্পা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিম্নস্বরে) রাজশ্রী
সুখনিদ্রায়, সুচরিতার স্বপ্নে বিভোর। বসন্তকে ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে
দিয়ে ভ্রমর উড়ে যায় যদি, আক্ষেপ করবে কে?
ম–এসো, নর্ত্তকী। পালাবার চেষ্টা করোনা, সঙ্গে সঙ্গে এসো।
চ–না, ব্রাহ্মণ,আমি যাবোনা..কোথা যাবো? রাজশ্রী একলা থাকলেন।
ম–(তীব্র চাপাহাসি)আশা মেটে নি একনো?
চ–না। এ আশা মিটবেনা–নিমেষের তৃপ্তি পরবর্তী নিমেষ গ্রাস করে
নেয়–প্রহরের পর প্রহরের প্রসাদ আমার ভাগ্যে নেই–ছায়া যে,
তার কি অনুসরন ফুরোয়? কোকিলের আশা মেটেনা–কন্দর্পতীরা গ্রমুখ
আম্রমুকুলের আশা মেটেনা–তারা অনন্ত কাল ধরে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।
ম–চোখের কোলে কত বিনিদ্র রজনী গাঢ় হয়ে জমে গেছে। তবু বলছ আশা মেটেনি?
চ–প্রবৃত্তির ফাঁদের কিনারায় কিনারায় তোমার মন ঘুরছে ব্রাহ্মণ, কেন বৃথা
ধর্ম্মের অদৃশ্য ধ্বজার আস্ফালন করছ? তোমার মনে পচনের কেন্দ্র কাজ
করছে, বৃথাই ধর্ম্মের পুষ্পসার দিয়ে তাকে আবৃত করছ–ধর্ম্ম তোমার
স্বাভাবিক নয়–ধর্ম্ম তোমার স্বভাবের অজুহাত–নিজেকে তুমি কেবলই
আপনার পঙ্কে হারিয়ে ফেলছ–তাই প্রাণপনে শূন্যে ধৃত ধর্ম্মের ধ্বজাদন্ডটী

আঁকড়ে আছো–তোমার মনের পশুটা হৃদয়চ্ছায়ায় গর্জ্জন করছে, তুমি সেই গর্জ্জনকে শাস্ত্রের ধ্বনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ। এই তোমার শান্তি, মহামন্ত্রী! পশুর মত ভোগের তোমার সাহস নেই–ভয় পাচ্ছ নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিতে। তা না হলে তোমার কল্পনার আড়ালে পশু প্রবৃত্তির এই গাঢ়চ্ছায়াটা ঘুরছে কেন? তোমার কথা এত কুৎসিত কেন? তোমার মুখভঙ্গী বিকৃত কেন?

ম–ঘৃণায়,নর্ত্তকী, ঘৃণায়।

চ–(আশ্চর্য্য)ঘৃণায়? কেন? আমার জীবন কি এতই মলিন? আমার দেহ কি এতই জীর্ণ?–ঘৃণা কেন?

ম–ঘৃণা! ঘৃণা! তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এতে আমার দেহের কোষে কোষে ঘৃণা। উপচে পড়ছে। নিজের উপর যেন ঘৃণা জন্মে গেল!

চ–আমাকে যে অপরাধে অপরাধিনী ভেবেছো, তার সত্যাসত্য নির্ণয় করেছো ত?

ম–(হেসে) সত্যাসত্য? অসত্য বলবি তুই?

চ–ভদ্র হও, মহামাত্য! তুমি যে উন্মাদ হ'য়ে গেলে।– আচ্ছা, তাই হ'ল, সত্যই হ'ল। এতো আমার জয়, মহামন্ত্রী। অন্ততঃ তোমারা জানলে আমার জয়। যে বিজয়ের সম্পুর্ণতা কল্পনা করে তোমরা বিদ্বিষ্ট আর আমি তৃপ্ত। তোমার কল্পনায় ঈর্ষা, আমার কল্পনায় পরিতৃপ্তি। যা বললে তাই সত্য ব'লে মেনে নিলাম– মেনে নেওয়ায় আমার কত তৃপ্তি তা তুমি জানবে কেমন করে? রাজশ্রী আমার? রাজশ্রী আমার যৌবনের রঙে বিভ্রান্ত, রসে আত্মহারা?–বলত, কত বড় সার্থকতা?

ম–পুংশ্চলী।

চ–পুংশ্চলী উর্ব্বশী, পূংশ্চলী মেণকা, রম্ভা! পূংশ্চলী উর্ব্বশী পুরারবার

মায়ামৃগী–দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দাণীর অধিক! পূংশ্চলী নামে বিতৃষ্ণা কেন? পুংশ্চলী বলে ঘৃণা কেন? তুমি এত কদাকার যে তুমি পুংশ্চলীরও পরিত্যজ্য।

ম–বন্দী করো, বন্দী করো–

চ–আমি চীৎকার করতে পারতাম! আমার একটী দীর্ঘনি:শ্বাসে রাজশ্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। ব্রাহ্মণ, একটী চীৎকারে তোমার মহানিদ্রার আয়োজন সম্পুর্ণ হোত! কিন্তু তা আমি করব না। আমি দেখব! ভাগ্য

কোথায় আমাকে ঢেউয়ে নিয়ে ফেলে। দেখব তোমার কোথায় শেষ! অনন্ত জীবনের পথ ত পড়ে রইল। না হয় দুদিন তোমাদের পানশালার আতিথ্যই নিলাম। আমাকে অতিথি বলে মেনে নেবে জানি।–বধ করতে পারবে না।

ম–না বধ করবো না–ভাঙ্গা নৌকায় পশ্চিম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব–

চ–বেশ, তাই ভালো.....ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে যে। এসো, কোথা নিয়ে যাবে চলো।

(মহামাত্যের ইঙ্গিতে ছায়ামূর্ত্তিগুলো চম্পাকে নিয়ে চলে গেল)

ম–ওকে ঘৃণা করেও তৃপ্তি। কিন্তু, একী অদ্ভুত তৃপ্তি? ওর সর্ব্বনাশ করে তৃপ্তি? কিন্তু সেও কি অদ্ভুত তৃপ্তি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সুচরিতা আনমনে বসে বেণী রচনা করছে। উদয়দেবের প্রবেশ। উদয়দেবের আগমনের সংকেতে চকিতা সুচরিতা বেণী অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই উঠে দাঁড়াল।)

সু–উদয়দেব?

উ–হাঁ, সুচরিতা।....(সুচরিতার দিকে চেয়ে)....কিন্তু?

সু–আজ আমি পাঠাভ্যাস করিনি উদয়দেব। বসে বসে শুধু বেশভুষা করেছি।–বসন্ত পড়েছে বুঝি?

উ–সবে গতকাল মাঘ শেষ হয়েছে, সুচরিতা।

সু–তাহলে আমার ত বোঝার ভুল হয়নি, উদয়দেব। ঠিক টের পেয়েছি। চোখে দেখতে পাইনে, কিন্তু মনে হল আশে পাশে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটেছে–মনে হল অগাধ আনন্দে আকাশ নীল–মনে হল শাখায় শাখায় নবীন পাতার কোরকের দল অবাধ উল্লাসে ছুটে বেরিয়ে এসে আরক্ত মুখ–স্বর্গের সন্দেশ বহন করে বায়ু শ্লথগতি–ফুলদলে, নবীন কোরকে মুকুলে মার্জ্জিত হয়ে বায়ু রেশমের মত সুখস্পর্শ।–এক আকাশ আনন্দ, উদয়দেব। এক সমুদ্র আনন্দ আমাকে ঘিরে উচ্ছল। তাই বেশভূষা করলাম–কবরী বাঁধলাম–বহুবর্ষ পরে। সুন্দরের জন্যে যেন প্রতীক্ষা করে আছি। কী ছিলাম আর কী হয়েছি।

৫৪

উ–সুন্দরের জন্য প্রতীক্ষা করছে সকলে। আকাশ, মৃত্তিকা, প্রাণী। কল্প-কল্পান্তর এই প্রতীক্ষার প্রহর; যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তর এই প্রতীক্ষার দন্ড, অনুপল। এক প্রহরের শেষে অপর প্রহরে সৃষ্টি সুন্দরতরতে উপনীত। এই বোবা মাটি কে জানে কত কল্প প্রতীক্ষার পর তোমার আমার ভাষা পেয়ে সুন্দরের স্তব করতে শিখেছে। জন্মজন্মান্তরে আমরা সুন্দরের দিকে চলেছি–এক একটা জন্ম এক একটা পদক্ষেপ–এক একটা মৃত্যু প্রণাম। প্রণাম করে করে আমরা তাঁর রাজপীঠের দিকে চলেছি।

সু–তাই বুঝি আমার অন্ধচোখের সীমাহীন অন্ধকারেও নিজেকে একলা মনে হলনা? আমিত একলা নই, উদয়দেব। এই অন্ধকারে কে যেন তার পরম স্পর্শটি বুলিয়ে দিয়েছে। অনন্ত অদেখা আকাশ, অস্ফুট বিপুল সমুদ্র অপূর্ব্ব সখিত্বে এই অন্ধকারে মিলে গেল। এই অন্ধকারে সমস্ত অনুভুতি একাকার হয়ে গেল।

উ–তোমার মন রসসমুদ্রে নেমেছে সুচরিতা; ইন্দ্রিয়ের সকল অনুভব এই সমুদ্রের বীচিবিক্ষেপ–এক অখন্ড রসাধার রুপরসগন্ধস্পর্শের ভিন্ন ভিন্ন কল্লোলে তোমার আমার অস্তিত্বের ক্ষণিক সৈকতখন্ডগুলিকে বিচিত্র করে তুলেছে। সেই রসাধার সচ্চিদানন্দ।এই রসঅসীমে অস্তিত্ব একা একাকী, কিন্তু একেলা নয়–সকলে মিলে একা । আমিই আকাশ আর আকাশই আমি। আমারই উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশে এই প্রাণিত সৃষ্টি আমি, আর আমিই এই প্রাণিত সৃষ্টি। আমার পাশে আমি। আমিই বৈশাখের কৃষ্ণচুড়া,আষাঢ়ের কদম্ব, ফাল্গুনের কোবিদার, আবার ওরাই আমি; আমি আমার দিকেই চেয়ে আছি। আমি ভালবেসেছি, আবার আমিই ভালবাসা।

(সুচরিতা উদয়দেবকে প্রণাম করল; উদয় দেব দন্ডায়মান; শুভবর্দ্ধন প্রবেশ করে উদয়দেব ও সুচরিতাকে তদবস্থা দেখে ফিরে যেতে উদ্যত–অসাবধানতা বশত: তাঁর কোষবদ্ধ তরবারি ধাতব কবাটে আঘাত করতে সকলে চকিত হয়ে উঠল ও শুভবর্দ্ধন ফিরলেন)

উ–এসো রাজশ্রী এসো। মহারাজ শুভবর্দ্ধন তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুচরিতা।

(সুচরিতা মহারাজকে প্রণাম করল)

সু–আমি দেখতে পাচ্ছি, উদয়দেব। চোখ না থাকলে কি দেখা যায় না?

উ–আমি কক্ষান্তরে রইলাম,রাজশ্রী। **(প্রস্থান)**

শু–আপনি কি দেখছেন, দেবি?

সু–(ভাবাবেশে)আপনার রুপের কি অভাব আছে, ভগবান? আমার একটা ইন্দ্রিয় অক্ষম ব'লে অন্য ইন্দ্রিয়ের পথে আপনার সন্ধান পাবো না?(আত্মসংবরণ করে) ক্ষমা করবেন রাজশ্রী, ভাবাবেশে ছিলাম। কিন্তু, চম্পা কই, চম্পাবতী? তার পায়ের স্তিমিত নূপুরের শব্দটি শোনবার জন্যে কতদিন থেকে কাণ পেতে আছি, সে কোথায়, রাজশ্রী?

শু–চম্পা নির্ব্বাসিতা,দেবি।

সু–নির্ব্বাসিতা?

শু–একখানা ভাঙা নৌকায় তাকে পশ্চিম সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি, দেবি।

সু–ভাসিয়ে দিলেন? সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন?

শু–সে আমার খ্যাতিকে কলঙ্কের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, দেবি। রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ড় পর্য্যন্ত কুৎসার ঢেউ উঠেছিল। সে আমাকে চাইত–আমি তা' বহুদিন থেকে জানতাম–কিন্তু নবীন কিশোরীর অনভিক্ষ যাচঞার মত তার যাচঞাকে আমি স্নেহের চক্ষে দেখেছিলাম–মায়া বলতে পারো, করুণা বলতে পারো, কিন্তু সে প্রেম নয়–নবীন প্রজাপতির কোমলতা নিয়ে সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল–তার স্নিগ্ধতা অনেক তাপিত রাত্রিতে আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছে–মনে হত তার মধ্যে লোলুপাতা ছিল না–মাত্র একখানা সরল সুকোমল কুণ্ঠিত যাচঞা প্রাসাদ কপোতীর মত আমার অন্তর বলভীতে সঞ্চরণ করত। কিন্তু সে ধরা পড়ে গেল–তার আপাত: কুণ্ঠীত যাচঞা মর্ম্মে মর্ম্মে গাঢ় মলিনরুপে দেখা দিল–তার অন্তরউচ্ছিত ক্লেদে আমাক নি:সঙ্কোচে কলঙ্কিত করতে তার বাধল না। সেই ক্লেদ সে নির্ব্বিকার ঔদ্ধত্যে আমার গায়ে নিক্ষেপ করেছিল–(কিছুক্ষণ থেমে) এই অভিযোগে তাকে নির্ব্বাসিত করেছি–

সু–কার অভিযোগ?

সু–মহামাত্যের অভিযোগ।

সু–মহামাত্যের?

শু–এবার আমার ভুল হয় নি সুচরিতা। তুমিত জানো, সে আমার কী অসম্ভব চিত্র তোমার মনে এঁকে দিয়ে গেছে। তাকে বিশ্বাস করো না, সুচরিতা।

সু–বিশ্বাস করবো না?

শু–না।

সু–সে যা বলেছিল,সমস্ত ভুল?

শু–হাঁ,সব ভুল। আমাকে ভুল বুঝো না,দেবি। আমি তোমার বিহার পুনর্নির্মিত করে দেব–রাজ্যের বিস্তৃত পরিসর থেকে সন্ধান করে আনব শিল্পী–বর্ণে আর চিত্রে সেই বিহারকে অলঙ্কৃত করে দেব– প্রয়োজন হয় সংবৎসরের সমস্ত রাজস্ব ব্যয় করবো–এক বৎসরের রাজস্বে না কুলোয় এক যুগের।

সু–আমি ধন্যা! কিন্তু বিহারে আমার প্রয়োজন নেই, রাজশ্রী! আমার মন্দির আর স্ফটিকমর্ম্মর প্রকোষ্ঠের অপেক্ষা রাখে না–কল্পনার অন্তহীন প্রান্তর তার চত্বর–আমার দেবতা তাঁর দীর্ঘ দেহে ধরিত্রী থেকে আকাশ পর্যন্ত অধিকার করে আছেন–তাঁর স্বর্ণময় উষ্ণীষে ঠেকেছে পুর্ণিমার

চন্দ্র–তাঁর পদভারে পাহাড়ে পাহাড়ে কঠিন তরঙ্গ উঠেছে–তরঙ্গ উঠেছে সমুদ্রে–আপনি আমার উপকার করেছেন মহারাজ, আমার বিহার ভস্মসাৎ করে আমার মন্দিরকে অবারিত করেছেন, আর চক্ষুকে বিনষ্ট করে কল্পনাকে দৃষ্ট রুপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনি আমার উপকার করেছেন, মহারাজ।

শু–তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না, সুচরিতা? চাও ত ঐ মণিময় প্রাসাদও তোমাকে দিয়ে দিই। চাও ত এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য একখন্ড স্বর্ণমুদ্রার মত অবহেলায় তোমার হাতে সমর্পণ করে সন্ন্যাসী সাজতে পারি।

সু–বহু ধন্যা আমি। কিন্তু, সাম্রাজ্য আর প্রাসাদে আমার প্রয়োজন নেই।

শু–তবে কী চাও, শবরী? তুমি তবে কী চাও?

সু–নিজের মনের পরিচ্ছন্ন পরিসরটুকু। আর কিছু না।

শু–তাই বলে তুমি আমার দ্বারা সাধিত ক্ষতিকে ক্ষতি বলে মানবে না? আমার দেওয়া দুঃখকে দুঃখ বলে মানবে না? এ যে আমার পরাজয়,

সুচরিতা? যদি চাও–তোমার চোখের বিনিময়ে চোখ দুটোও দিতে পারি।
সু–(স্মিত হেসে)আমার চোখে কি কাজ, রাজশ্রী? আমার চোখের প্রয়োজন ফুরিয়েছে–আমি চোখ ছাড়াই দেখি ভাল।
(ধীরে ধীরে সুচরিতার প্রস্থান : শুভবর্দ্ধন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উদয়দেবের প্রবেশ)
উ–স্বপ্নের সঙ্গে মিলেছে, রাজশ্রী? সব কথা বলতে পেরেছো?
শু–স্বপ্নে দেখা মুর্ত্তি স্বপ্নই রয়ে গেল, উদয়দেব–জাগ্রত দৈনন্দিনতার বাহু পাশে তাকে বাঁধতে পারলাম না–স্বপ্নোত্থিত কামনার মেঘজাল মনে নিয়ে যেন নি:সঙ্গ তুষার শৃঙ্গে আছড়ে পড়লাম–বাসনার মেঘ বিচলিত হয়ে তরল কলোচ্ছ্বাসে পরিণত হল না। সৃষ্ট হোল ছোট ছোট কথার হিমশিলা–ইতস্তত: সেই হিমশিলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজেকে রিক্ত করে ফিরে এলাম–তার অন্তরকে আর্দ্র করতে পারলাম না। কেমন করেই বা পারব? চৈত্র মধ্যাহ্নের নিভৃতে একক ভ্রমরের মত আকাঙ্খিত কুসুমের চারিভিতে গুঞ্জন করে ফিরছিলাম, সহসা শিলাপাতে হিম দুরাগত বায়ুস্রোত আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে–কী-ই বা বলব, উদয়দেব!
"স্বপ্ন ক্ষীরোদ উত্থিতা হৃদয়লক্ষ্মী, আমার হৃদয় তোমার প্রসাদপ্রার্থী" –একথা বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম না, আমার জাগ্রত জীবনের একমাত্র স্বপ্ন দিবসের আলোর অপরিচয় তুমি ভেঙে দাও; স্বপ্নগোচরা তুমি জীবনগোচরা হও, অতীন্দ্রিয়ের ইন্দ্রাণী তুমি, ইন্দ্রিয়গোচরা হও"–কিছুই বলতে পারলাম না–তার আমার মাঝখানে এই সূর্য্য-ওঠা সূর্য্য-ডোবা দিন প্রতিবন্ধক হল–প্রতিবন্ধক হ'ল এই আর্যভাষা, প্রতিবন্ধক হল সহজ দৃষ্টি–প্রতিবন্ধক হল রৌদ্রকরোজ্জল তোমার স্ফটিক কক্ষ–চোখ প্রতিবন্ধক হল–মন প্রতিবন্ধক হল–মনে বুদ্বুদে বুদ্বুদে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা জাগল–বলা হল না। শেষে মনে হল–ওর মন লক্ষ্যান্তরে নিবিষ্ট–ওর হৃদয় অজ্ঞাত আকাশের হংস–আমার মন তার মানস নয়–(হতাশ কণ্ঠে)–ছুটন্ত বাণের পশ্চাদ্ধাবনে কী লাভ? অপর মানস যার লক্ষ্য সেই বন্য হংসীর অভিক্ষিপ্ত ছায়াকে অনুসরণ করে কী লাভ? তাই ফিরে এলাম।

৫৮

চললাম, উদয়দেব, অন্তরে অন্তরে গাঢ় সৌরভ ব্যাপ্ত ছিল–
ভেবেছিলাম অদৃশ্য পুষ্প বুঝি আমারই হৃদয়বৃন্তে ফুটেছে–সন্ধান করে
দেখি সে ফুটেছে হৃদয়ান্তরে। আমার অন্তরগত সৌরভ ঋণলব্ধ সম্পদের
মত। আজ আসি উদয়দেব–জাগরণ ও মোহের সন্ধিতে অলীকের
সঙ্গে এই সর্ব্বক্ষয়ী দূতক্রীড়া ত্যাগ করব–অলীক? অলীক বলেই
এত উন্মাদনা। (প্রস্থান)

উ–বাস্তবটাই যে অলীক এ শিক্ষা তোমার মন এখনও পায়নি বন্ধু, তাই
পদে পদে ভ্রম। এক জন্মের ভ্রমের জন্মান্তরে সংশোধন। এই করে তোমার আত্মা
পরিশ্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গৈরিক বাস ও উত্তরীয়ে সজ্জিত শুভবর্দ্ধন আপনার কক্ষে পায়চারী করছেন)।

শু–অলীক। অলীক।

নেপথ্যে–অলীক বৎস, সমস্ত অলীক। পুত্র, কলত্র, প্রাসাদ, রাজছত্র,
সব অলীক–অলীক রাগানুরাগ,অলীক ইন্দ্রিয়ভোগ অলীক অহোরাত্র,
অলীক ভূতভবিষ্যৎ–অলীক হৃদয়াবেগ–আত্মাকে লঘু কর, বৎস–
কল্পিত মায়াভারে নতশির কেন? মাথা তোল। বলীবর্দ্দ আত্মাকে সিংহে
রূপান্তরিত করো। বহ্নিমান, হও বৎস–আত্মাকে বহ্নিরূপ দাও–
বাসনাধূসর অন্তরঅন্তরীক্ষে বিচিত্র বর্ণেও কুজ্ঝটিকা সরাও–হিমাদ্রির
মত এক উচ্ছাসে উর্দ্ধতম জ্যোতির্লোকে তোমার আত্মা উচ্ছ্রিত
হোক–মুহ্যমান মনতৃণখন্ডকে আশ্রয় করোনা বৎস–মন মায়া–
হৃদয় মায়া–ইন্দ্রিয়ভোগ মায়া–মায়া ক্রন্দন উল্লাস–মায়া ঋতু, মায়া
বর্ণগন্ধ–সত্য নিষ্ঠুর–একক, অনাদি, শাশ্বত; সত্যনিষ্ঠ হও, বৎস।
কঠিন হও।

শু–কঠিন হও।–কিন্তু,
স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।
স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।

সপ্তম দৃশ্য

উদয়দেব–রাজা কঠিনের সাধনা করছেন,সুচরিতা।

সুচরিতা–তোমাকে আমাকে নগর থেকে বহিষ্কৃত করে তাঁর সাধনার কোন আশু ফলোদয় হল উদয়দেব?

উ–তোমাকে আমাকে বহিষ্কৃত করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্য তার প্রবাস হয়েছে, সুচরিতা। নিজের অন্তরকে স্বীয় দেহ থেকে বহিষ্কৃত করেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এ হল কঠিনের তপস্যা, নিজের উপর অভিমানে আত্মার বিবাগী বেশ। নিজের ওপর সংশয়।–রস সমূদ্রের নীর ঘননীল সংশয়ময়–অহঙ্কার নিয়ে সে নীরে অবগাহন করার উপায় নেই–অহঙ্কারের বসনাগ্র হৃদয়ের চারিপাশে জড়িয়ে গিয়ে তার শ্বাসরুদ্ধ করে দেবে..কিন্তু তাকে ফিরতে হবে, সুচরিতা! ফিরতে হবে!–সে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসবে।

সু–কিন্তু, তাঁর রাজ্যের কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে, উদয়দেব। আমাদের কুটিরের পাশ দিয়ে নগর প্রবেশের পথ–এ পথ ছিল রসলোকের পথ–আর আজ? আজ কবির কণ্ঠ স্তব্ধ, নর্তকী বোধ হয় নূপুর খুলে অঞ্চলে লুকিয়ে নগরীর মধ্যে যায়–পসারিণী নেই পথে–প্রভাতে পক্ব ফলের সৌগন্ধ্য আর সন্ধ্যায় পুষ্পমালিকার সৌরভ নেই–বণিক বুঝিবা গন্ধদ্রব্য লৌহ পেটিকায় লুকিয়ে নিয়ে নগরে যায়! সৈন্য বুঝি পদব্রজে যায়–অশ্ব খুরের ঘাতে ঘাতে তালের বদলে শুধু অনামিকায় তুড়ি দেয়–একী হল উদয়দেব? সেদিনের উচ্ছল আনন্দস্রোত, কোন্ অতল দুঃখের গহ্বরে ডুবে গেল?

উ–তুমি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছো, সুচরিতা। রাজশ্রীর মন রসলোকের মৃদঙ্গ। কয়েকটী বানরহস্ত বৃথাই সেই মৃদঙ্গে সুর তোলার প্রয়াস করছে। রাজশ্রী মৃদঙ্গ, তুমি বীণা। তোমাদের হৃদয়ের ঐক্যতানে যুগযুগান্তর সুরমুখর।..ধৈর্য্য ধরো,সুচরিতা, সে আসবে, সমস্ত অভিমানকে পথের ধুলিতে লুটিয়ে সে আসবে। ভাবছ, সে রাজা? রাজত্ব তার বাধা হবে **না**–সুচরিতা। রাজত্ব তার বাধা হবে না।

সু–(ধ্যানস্থের মত, দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে) আমার দেবতাকে আমি পেয়েছি....আমার হৃদয়-সমুদ্রে-নিমজ্জিত-পাষাণ-ভার মৈনাকে চরণ-রক্ষা

করেছেন তিনি। তাঁরই নয়ন রশ্মিপাতে আমার অন্তর উদ্বেল, অন্তরের ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ আমার বাসনার সহস্র সোনারতরী তাঁর পদমূলের চারিভিতে জমেছে স্বর্ণকমলদলের মত। সেই আমার দেবতা, উদয়দেব, আমি তাঁরিই পথ চেয়ে আছি।..মামেকং শরণং ব্রজ। মামেকং শরনং ব্রজ।

(বাইরে ঘোষকের দামামার শব্দ)

কীসের ঘোষনা উদয় দেব?

উ–যাই,শুনে আসি। (প্রস্থান)

সু–(ধীরে ধীরে) মন্মনাভব, মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যলি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

উ–(প্রবেশ করে) যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে, সুচরিতা। রাজ্যসীমায় বহি:শত্রুর সমাবেশ হয়েছে। আমি রাজশ্রীর কাছে চললাম–মনে হল রাজশ্রী আমাকে ডাকছেন–বাইরের ডাকের চেয়েও আকুল তার মনের ডাক, সুচরিতা।। সাবধানে থেকো–ফিরতে হয়ত গভীর রাত্রি হবে–হয়ত কয়েক দিন দেরী হবে। আমি তা হলে আসি সুচরিতা।

সু–(ধীরে ধীরে) এসো (উদয়দেবের প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম্॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(উদয়দেবের পুন: প্রবেশ)

সু–(উদয়দেবের পদশব্দ শুনে) ফিরে এলে উদয়দেব?

উ–কবি কি শুধু হাতে উৎসবে যাবে, সুচরিতা? পরিবাদিনী বীণা সঙ্গে নেব–সপ্ততন্ত্রী পরিবাদিণীতে নিখাদ থেকে পঞ্চম পর্য্যন্ত বাজবে– সুরের অভাব হবে না! (ঘরের কোণে রক্ষিত বীণাটি নিয়ে) তবে আসি, সুচরিতা! সাবধানে থেকো। দিবসভ্রমে রাত্রিতে কোথাও বেরিয়ো না।

(প্রস্থান)

সু–সাবধানে থাকব,উদয়দেব।

(ধীরে ধীরে) যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিন: ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

অষ্টম দৃশ্য

(রাজ প্রাসাদের কক্ষ: শুভবর্দ্ধন যোদ্ধৃ বেশে কক্ষের মধ্যে পায়চারী করছেন; উদয়দেব প্রবেশ করতে সসম্ভ্রমে তাকে আলিঙ্গন করে)

শুভবর্দ্ধন–এসেছো, বন্ধু? এসো। মনে মনে তোমাকে ডাকছিলাম। প্রকাশ্যে ডাকবো কি করে? সে পথ নিজের হাতে রুদ্ধ করেছি ভাই। এসো বসো। (নিজেই একখানি বহুমূল্য আসন টেনে আনলেন ও উদয়দেব বসলেন। উদয়দেব কিছু না বলে বীণাতে বিচ্ছিন্ন আলাপ শুরু করলেন)– কী মোহেই ছিলাম, উদয়দেব। কী মোহেই না ছিলাম। যুদ্ধের আহ্বান এল-গৈরিকবাস খুলে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটী শুষ্ক নিদাঘ অন্তর থেকে সরে গেল–নূতন অনুভবের তৃণকিশলয়ে প্রাণ পুলকিত হল–যেন চতুরন্ত্র ব্রতের পর ইন্দপূজা। মন্ত্রের ঝিল্লীস্বরে মুখর অন্তরের নির্জ্জনগুহায় অর্দ্ধঅপহত জ্ঞানে মূর্চ্ছিত ছিলাম–সহসা যুদ্ধের আহ্বান এল–অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহতি, সৈন্যদের বীরপাণের কলরবে নিদ্রিত মন জাগল–উন্নত ধ্বজার মত মন মুক্তবায়ুতে উর্ম্মিত হল– দিগন্তেশায়ী শৃঙ্গবান বহুশত কৃষ্ণসারের মত আমার রাজ্য প্রান্তের শৈলশ্রেণী আমাকে আবার দূর দূরান্তের ঈশারা করল, মুক্তবায়ু মনের ভস্মকে উড়িয়ে দিল–আমার যেন পুনর্জীবন লাভ হল উদয়দেব। হৃদয়ের

যে এককণা প্রেমের কুঙ্কুমকে ঢাকতে রাশি রাশি বৈরাগ্যের ছাই চাপা দিয়েছিলাম, আজ যখন ছাই উড়ে গেল তখন দেখি সেই কুঙ্কুমরাগে অন্তরের মূল পর্য্যন্ত রাঙা। ব্রাহ্মণের সাজ আমার সইবে কেন ভাই? যে প্রেমকে সঙ্কোচে চৌরলব্ধ সম্পদের মত অন্তরে লুকিয়ে নিয়ে ফিরেছি সেই প্রেম আজ হৃদয়ের কোষাগারে ধরে না। আজ আমি সকলকে ভালবাসতে পেরেছি উদয়দেব। এই শৈলমেখলা ধরিত্রীকেও আমার মন বিলিয়ে দিয়েছি। এই উর্ব্বী, রাজরাজেশ্বরী, অনন্তরসা বসুমতী আমার হৃদয় মন হরণ করেছেন,উদয় দেব। আজ এই ভূমি বিদেশী তস্করে উপদ্রুত–ধরণী আমার সুপ্তিকে চুর্ণ করে ডাক দিলেন। "ওঠো, বসুমতীকে রক্ষা করো।" .....আর আমি প্রাসাদে ফিরব না। যুদ্ধে জয়লাভ করে তোমার কুটিরে আশ্রয় ভিক্ষা করব, দেবেত উদয়দেব?

উ–প্রাসাদপতি, কুটিরে লোভ কেন?

শু–জানেত' উদয়দেব। তুমি দ্রষ্টা, তোমার ত কিছু অজ্ঞাত নেই বন্ধু। যুদ্ধে সঙ্গে যাবে ত?

উ–নিশ্চয়। সঙ্গে যাবো না? আমি যে তোমার জন্মজন্মান্তরের বাঁধা চারণ,রাজশ্রী।

শু–তবে চল, যাত্রার প্রাক্কালে, একবার আয়োজনটা দেখে যাই। তোমার বীণা সঙ্গে নিয়েছো ত উদয়দেব?

উ–নিয়েছি, বন্ধু, একতারা নয়, পরিবাদিনী নিয়ে বেরিয়েছি।

শু–পরিবাদিনীতে কী সুর বাজাবে বন্ধু? বিশ্বের সুরগ্রাহী তুমি; তুমি সুরগ্রাহী বিশ্ব অনুভবের–আমার অন্তরে নিখাদে যে সুর বাজিয়েছো সেই সুর বুঝি পঞ্চমে বাজাবে? আর বাধা দেব না, বন্ধু, তুমি পঞ্চমেই বাজিয়ো। চল, দেরী হচ্ছে।

(উদয়দেব সপ্ততন্ত্রীতে আঘাত করে রাজশ্রীর সাথে প্রস্থান করলেন

নবম দৃশ্য

(রঙ্গমঞ্চের আলো লাল; সন্ধ্যা নেমেছে, আকাশে চাঁদ উঠছে; বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে; কুটিরের বাইরে বসে উদয়দেব তন্ত্রীতে সুর লহরী নিয়ে মগ্ন–তার মুখে উদীয়মান চাঁদের আভা পড়ছে–পড়ন্ত

বৃষ্টিবিন্দুগুলিও সেই আলোকে দেখা যাচ্ছে–করুণ সুরে চারিদিক করুণ হয়ে উঠছে।
সুচরিতা ধীরে ধীরে বাইরে এসে ডাকল, উদয়দেব। তিনবার উদ্বিগ্ন
কণ্ঠে ডাকলেও উদয়দেব সাড়া দিলেন না। সুচরিতা অনুভবে অনুভবে তার
কাছে গিয়ে তাকে ছুঁবার জন্য হাত বাড়াতে বীণার তারে ঝম্ করে তার
হাত পড়ে গেল, সুর বন্ধ হয়ে গেল।)

উদয়দেব–(বীণা রেখে সস্নেহে)ভাল ছিলে,বোন?

সুচরিতা–ভাল ছিলাম কি মন্দ ছিলাম বুঝিনি উদয়দেব। চোখে দেখি না,
কটা রাত কেটে গেছে তার হিসাবও জানি না–তোমার চলে যাওয়ার
পর থেকে মনে হয়েছে রাতটা পোহায়নি–এখন কি সকাল হয়েছে উদয়দেব?

উ–সন্ধ্যা নেমেছে, সুচরিতা।

সু–চাঁদ উঠেছে, উদয়দেব।

উ–হ্যাঁ, তৌল দাঁড়ির মত, মাটির দিকে হেলে পড়া এক ফালি চাঁদ। মাটির
পানে যেন ভারটা বেশী। এই মাটিতে সে মরেছে সুচরিতা।

(বীণাটি তুলে নিয়ে আলাপে মন দিলেন)

সু–(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর) মরেছে।..মরেছে।..তাই বুঝি
বাতাস বইছে হু হু; মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগল হাওয়ায়।.. তাই বুঝি
ভূমি ভিজে ভিজে। তাঁর রক্তে ভিজে।–তাই বুঝি আমার পায়ে পায়ে
ভিজে মাটি জড়িয়ে যাচ্ছে। তার রক্ত আমাকে ডেকেছিল একদিন।
আজ তার রক্তে ভিজে মাটি তাই আমাকে টানছে। কিন্তু, তুমি যে
বলেছিলে 'আসবে'? 'সে আসবে'?–এই বুঝি তার আসা? এই
বুঝি তার প্রেমে ভূবন ভিজিয়ে আসা? সেদিন বুঝিনি সেই আমার
দেবতা।কিন্তু, একী রূপে ফিরে এল সে? উদয়দেব,তুমি কি এই
ফিরে আসা বলেছিলে? উদয়,সাড়া দাও, সাড়া দাও, সাড়া দাও উদয়।

(উদয়দেব সুরে মগ্ন)

সাড়া দাও, সাড়া দাও, উদয়। তুমি কি আমাকে ফেলে চলে গেলে?

নেপথ্যে–এই রাজরাজেশ্বরী অনুন্দ্ররসা বসুমতী আমার হৃদয় মন আত্মা হরণ করেছেন।

সু–শুনছ উদয়, রাজশ্রী কী বলছেন? (সুর অব্যাহত)

৬৪

(সম্মুখে কাউকে অনুভব করে) এইযে তুমি এসেছো রাজশ্রী? এসো, এসো, ঘরে চলো। চল, আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল! (সুচরিতা হাত বারিয়ে স্থিরপদে সহজে ঘরে প্রবেশ করল–যেন কেউ তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল)

(কক্ষ মধ্যে সুচরিতা দাঁড়িয়ে দাঁরিয়ে কারও সাথে কথা বলছে–কক্ষমধ্যে অপর কেউ নেই।)

কই, কাছে এসো, তোমাকে দেখি। চোখের খুব কাছে দাঁড়াও! নাঃ পারলাম না। কাছে দাঁড়াও, হাতের স্পর্শে তোমাকে চিনে নি।

(নতজানু হয়ে প্রণাম)

এইত' চরণ দুখানি। এখনও ভিজে। আমার বক্ষ রক্তে দাঁড়িয়েছিলে? এই মাত্র বুঝি উঠে এলে?–দাঁড়াও মুছে দি। (কবরী খুলে কেশ দিয়ে মুছিয়ে দিল)

(বাইরে উদয়দেবের বীণায় সুর কাঁপছে)

(দাঁড়িয়ে) এইত তোমার বক্ষ। এখনো আয়সী বর্ম্ম্য অটুট। (দু হাত বুলিয়ে) এই দুটি বুঝি নয়ন? এই বুঝি দুটি ভ্র? এই বুঝি তোমার ললাট? এই বুঝি উষ্ণীষ? কথা বল। কথা বলছ ত শব্দ কই? তুমি আর ফিরে আসতে পারো না, রাজশ্রী? ধরিত্রী তোমাকে আকর্ষণ করেছে বুঝি? আমার প্রতি ধরিত্রীর এই সাপত্ন্য কেন? (নতজানু হয়ে পৃথিবীর প্রতি) দেবি, অনন্তরসা, শুভবর্দ্ধনকে ফিরিয়ে দাও। আমার তপ্ত অন্তঃকরণ উষর দেবি! শুভবর্দ্ধনকে ফিরিয়ে দাও, দেবি! এ ক্ষতি তোমার সহ্যের অতীত নয়, সর্ব্বংসহা। দেবি, আমার দয়িতকে দাও– আমার হৃদয় শুন্য। আমার হৃদয় ভরে দাও, বিশ্বম্ভরা। বসুন্ধরা, রত্নগর্ভা, আমার রত্নকে ফিরিয়ে দাও।

(বাইরে সুর যেন বলছে, না, না)

না, না, না! শুভবর্দ্ধনের দেহেভস্মে তুমি কি আরো উর্ব্বরা হবে ধরনী? না, না, তা আমি হতে দেব না। শুভবর্দ্ধন, দাও তো দক্ষিণ পাণি। এই আমি দুই হাত দিয়ে তোমার দক্ষিণ পাণি ধারণ করলাম, দেখি ধরিত্রী কি করে কেড়ে নেয়? আমাকেও নিয়ে চলো, শুভবর্দ্ধন, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে সঙ্গে। মৃত্যুর আঘাতেও আমার মুষ্টি খুলবে না। (মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে যেন কিছু ধরে আছে)চল,চল,বন্ধু চল।–অন্ধকার থেকে

জ্যোতিতে নিয়ে চল! যেখানে চোখের চেয়ে সম্পূর্ণতর ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রাণ ভরে তোমাকে দেখব। নিয়ে চল।

(ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সুচরিতা বাতায়ন লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে–বাইরে বাতায়ন পথে পরিস্ফুট চাঁদ চোকে পড়ছে)

কী আলো, শুভবর্দ্ধন। আলোর পরিধি ভুবনের দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত টলমল করছে যেন। আরও নিয়ে চল। একি সৌরভলোক শুভবর্দ্ধন? দিগন্ত বলয়কে ছাপিয়ে বিরাট কোকনদ ফুটেছে! ভৃঙ্গ! কত ভৃঙ্গ! এক ভৃঙ্গ বিধু, এক ভৃঙ্গ বিবস্বান্ । শ্রীকৃষ্ণ ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গ বাসব, ভৃঙ্গ বজ্র, ভৃঙ্গ! কৌস্তুভ। মহেশ্বর তিনিও এক ভৃঙ্গ। চলো, চলো, এগিয়ে চলো।

(সহসা দ্রুতগতি–বাতায়নের কাঠে মাথায় আঘাত লাগতে পড়ে গেল–বাইরে সুর থেমে গেল–সুচরিতার কপাল হতে একটি গভীর রেখায় রক্ত ঝরছে: উদয়দেবের প্রবেশ)

উ–(দুহাত একত্র করে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে)

.....তোমাদের দেহের উষ্ণতায় ধরিত্রীর জড়তা প্রাণিত হোক্। তোমাদের মধুমেদে ধরিত্রী বহুকলা হোক। তোমাদের রক্তে পৃথিবীর ওষধি মধুময় হোক্ । তোমাদের আত্মার স্পর্শে বিশ্বের জড়পিন্ড প্রজ্ঞাবান হোক। ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!

দশম দৃশ্য

অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ।

চম্পার পোষাকে মায়া টেবিলে মাথা রেখে নিদ্রিতবৎ–টেবিলের ওপর ফ্যানের হাওয়ায় এই নাটকটির পাতাগুলো ফর্‌ফর্ করে উড়ছে। বর্ষচক্র-চিহ্নিত ক্যালেন্ডারটি যথাস্থানে আছে।

(ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর–(স্বগত:) মদের গ্লাশ চুঁয়ে যে আলো বেরোয় তাতেও মদের নেশা থাকে নাকি?–অদ্ভূত মাতলামি মেশানো থাকে এই ষ্টেজের আলোয়। অভিনেতা অভিনেত্রীর দেহ প্রকৃটির হাতে এক একটা মদেও পাত্র। গত অঙ্কে রোলের ভিতর দিয়ে নন্দিতা আমার উপর শোধ তুলে নিয়েছে। সাধ্যসাধনা করেছি আমি, সে গেছে আমাকে এড়িয়ে। যাকগে।–কিন্তু

৬৬

অদ্ভুত এই ফুট লাইটের আলো। বহু সন্তানবতী আপ্রৌঢ়া নন্দিতার দেহের কানায় কানায় নেশা ফেনিয়ে দিল? এখন প্রথম রাত্রি–ঘুম আশার পূর্ব্বক্ষণ–ঘুমের সম্মুখ প্রকোষ্ঠ তন্দ্রার মলমলে ঢাকা! যে স্বপ্ন মানুষ ঘুমিয়ে দেখে সেই স্বপ্নকে ঘুম থেকে কেটে নিয়ে তীব্র আলোয় উচ্ছৃঙ্খল করে ছেড়ে দিয়েছে নাট্যকার–এ স্বপ্নের শেকড় নেই, তাই এত গাঢ় নেশা। .....নেশা। পপী আর মান্ড্রাগোরা। মনটা যেন রডোডেন্ড্রনের একটা বিরাট বোকে! এই রকম আলোয় মানুষ সব পারে!–মন যেন কানা ভোমরার মত বিকেলের সূর্য্যমুখী নন্দিতার সিঁথি লক্ষ্য করে ঘুরঘুর করে উড়বে তাতে বৈচিত্র্য কি?..হাঁ, বিকেলের সূর্য্যমুখীই বটে।–নন্দিতা তবু যেন....মাজামোটা একটা বেটে মদের গ্লাস। (মায়াকে দেখে) মায়াটা যেন লাল মদে ভর্ত্তি একটা সিরিঞ্জ। কী বিচিত্র প্রকৃতির খেয়াল। কোথাও প্রকৃতি যৌবনের নেশাকে দরবেশের মোটা খোলার ভাঁড়ে পুরে দিয়েছে। কোথাও পুরে দিয়েছে ব্যারোমিটারের টিউবে। যৌবন, জল–যে পাত্রে রাখবে তারই রূপ গ্রহণ করবে সে।–বেড়ে বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র "যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে, হরে মুরারে।– যৌবন? কিন্তু, যৌবনরে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে?–সুখের খাঁচা?–নন্দিতা মায়া,এরা সব সুখের খাঁচা।–সুখ? ধাপ্পা। সাজানো অনুভবের একটা উপন্যাস। ফিক্‌শন। সুখ নেই। নেশাটাই বড়। সুখের নেশাটাই বড়।–দুর হোক্ চিন্তা। যতক্ষণ ষ্টেজে আছি, মাথার উপর ফ্লাস-লাইট জলুক। চোখে যদি রঙ্ লাগে লাগুক, মনে যদি ভাবের জুয়ো বসে, বসুক। সারেন্ডার। ষ্টেজে সারেন্ডার। মনকে আলুলায়িত করার আরাম। রসের আলবোলায় সুখটান! মন্দ কি? বেশ চলেছে, নাটকটা।

মায়া–(হঠাৎ উঠে)'বেশ চলেছে নাটকটা?ভাস্করদা? তোমার মনেও নেশা ধরিয়েছে? সত্যিই বলেছো, ষ্টেজের আলোয় নেশা মিশে আছে।ঘুমের স্বপ্নটাকে জাগ্রত মনের রঙিন ফুলদানীতে বোকে করে সাজিয়েদেওয়া–মন্দ কি? তবে, আমার দোষ নিওনা, ভাস্কর দা'। তুমি কি মনেকর মানুষযন্ত্র? গ্রামোফোন? সে অনুভুতিদিয়ে কথার পর কথা আউড়ে যাবে কিন্তু মনে রেখা পড়বেনা? –রেখা পড়বেই ভাস্কর দা। "মরা মরা" বলতে বলতে বাল্মীকি "রামে" পৌঁছে গেলেন, রাম রাম বললে